প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি'র
ঋণ নীতিমালা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)
১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বাস্তবায়নকারী বিভাগ : ঋণ প্রশাসন বিভাগ
বিসিক, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি'র ঋণ নীতিমালা

১ম অধ্যায়

(ঋণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট, বিবরণ, উদ্দেশ্য , তহবিল গঠন ও ঋণের শর্তাবলী)

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	ঋণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট	০১
০১.	শিরোনাম	০১
০২.	ঋণ কর্মসূচির যৌক্তিকতা	০১
০৩.	ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য	০২
০৪.	ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য	০২
০৫.	লক্ষ্য জনগোষ্ঠী ও কার্য এলাকা	০২
০৬.	ঋণ তহবিলের উৎস ও গঠন	০২
০৭.	শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ	০২-০৩
০৮.	ঋণের সাধারণ শর্তাবলী	০৩

২য় অধ্যায়

(মূল্যায়ন কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি, ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ, মেয়াদ ও সুদের হার)

০৯.	ঋণ আবেদন পত্র সরবরাহ ও গ্রহণ	০৪
১০.	ঋণ মূল্যায়ন কমিটি গঠন	০৪
১১.	ঋণ মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি	০৪
১২.	ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা	০৫
১৩.	ঋণের জামানত	০৫
১৪.	ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ পদ্ধতি	০৫
১৫.	ঋণের মেয়াদ	০৬
১৬.	ঋণের সুদের হার	০৬
১৭.	গ্রুপভিত্তিক ঋণের মঞ্জুরি, বিতরণ ও ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া	০৬
১৮.	এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণ আবেদন এবং ঋণ প্রদানে সহযোগিতা	০৬

৩য় অধ্যায় (ঋণ তহবিল ব্যবস্থাপনা)

১৭.	ঋণ তহবিল পরিচালনা	০৭
১৮.	ঋণ আদায় ও হিসাব সংরক্ষণ	০৭

ঋণ পরিচালন নীতিমালা

৪র্থ অধ্যায়

(ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণের নিরাপত্তা বিধান ও ব্যবস্থাপনা)

১৯.	ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন পদ্ধতি (প্রকল্পের সাধারণ দিক, কারিগরী দিক, আর্থিক দিক,ব্যবহারিক উপযোগিতা, বিপণন দিক, অর্থনৈতিক দিক, ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, প্রস্তাবিত জামানত)	০৮-০৯
২০.	ঋণের জামানত ব্যবস্থাপনা	১০-১১
২১.	সাধারণ অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা	১১-১৪

৫ম অধ্যায়

(ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বকেয়া ঋণাদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ)

২২.	ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	১৫
২৩.	খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে নোটিশ প্রদান	১৫
২৪.	বিসিক আইনের ৩৩ ধারা মতে সনদ (সার্টিফিকেট) জারিকরণ	১৫
২৫.	বিসিক আইন এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী ঋণ আদায়ের দাবী কার্যকর করবার বিধান	১৬
২৬.	আরজিতে তথ্য সন্নিবেশনকরণ	১৬
২৭.	এন আই অ্যাক্ট (Negotiable Instrument Act-1908) এ মামলা	১৬
২৮.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ আলোকে সম্ভাব্য শিল্পখাতসমূহ	১৭
২৯.	সম্ভাবনাময় শিল্পের তালিকা	১৮-১৯

৬ষ্ঠ অধ্যায় (ঋণের চুক্তি সম্পাদন)

২৯.	উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও ঋণের আবেদন ফরম এবং ডকুমেন্টেশন দলিলাদির তালিকা	২০-৭৫

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি'র ঋণ নীতিমালা

১ম অধ্যায়

(ঋণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট, বিবরণ, উদ্দেশ্য, তহবিল গঠন ও ঋণের শর্তাবলী)

ঋণ কর্মসূচির প্রেক্ষাপট :

কুটির, ক্ষুদ্র, মাইক্রো এবং মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পখাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্বে নিয়োজিত পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিসিক ১৯৫৭ সাল থেকেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা প্রদান কর্মকান্ডের পাশাপাশি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতির কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে ঋণ পরিশোধ, জনবলের বেতন ভাতাদি এবং অন্যান্য দায়-দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে কুটির, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি শিল্পের উপর। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্বল্প সুদে (৪%) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ২০,০০০ কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ বিসিকের যে সকল উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধা পাচ্ছে না, সে সকল ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদান তথা ঋণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের নিজ নিজ ব্যবসায় টিকে থাকতে বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিকের অনুকূলে ৬০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল বরাদ্দের জন্য সরকারের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সে প্রেক্ষিতে সরকার হতে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকায় ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বাবদ প্রাথমিকভাবে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা সরকার হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যা একটি স্বতন্ত্র ঋণ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং ঋণ নীতিমালাটি বিসিক বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। উক্ত ঋণ নীতিমালার আলোকে "প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি" ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

ভবিষ্যতে সরকার হতে প্রদত্ত অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া আদায়কৃত ঋণ আবর্তক তহবিল হিসেবে পুনঃ বিনিয়োগের মাধ্যমে ঋণ তহবিল সম্প্রসারিত হবে। এ ঋণ নীতিমালাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হলে একদিকে যেমন নভেল করোনা ভাইরাসজনিত (COVID-19) ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাগণ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে অন্যদিকে নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাগণ ঋণ সহায়তা পেয়ে সাবলম্বী হতে পারবে।

০১। **শিরোনাম :**

এ ঋণ কর্মসূচি "**প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি"** নামে অভিহিত হবে ।

০২। **ঋণ কর্মসূচির যৌক্তিকতা :**

২.১ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে গ্রামীণ এলাকার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাজেট অনুবিভাগ-২, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮, তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এর শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে;

২.২ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) অ্যাক্ট ১৯৫৭ এর ধারা ২৪ উপ-ধারা ১এ উল্লেখ রয়েছে যে, করপোরেশন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্পর্কিত সরকারের শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করবে এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে যেরূপ মনে করবে সেরূপ সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ধারা ২৪, উপ-ধারা ২ এর ক এ বর্ণিত আছে যে, পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করে করপোরেশন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ঋণ প্রদান করবে;

২.৩ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভিত্তিতে শিল্পায়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ঋণ সহায়তা প্রদান ছাড়া শিল্পায়ন বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক রকম অসম্ভব। তাই নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প উদ্যোক্তা ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজন তথা আর্থিক চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত টাকার ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

০৩। **ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য :**

৩.১ দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ করে গ্রামীণ এলাকার ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণে ক্ষতিগ্রস্ত উৎপাদনমুখী কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ;

৩.২ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশজ এবং আমদানী বিকল্প ও রপ্তানীমুখী পণ্য উৎপাদনে সহায়তাকরণ;

৩.৩ বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত ঋণ তহবিলের যথাযথ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনাগত দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি ;

৩.৪ বিসিকের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, জাতীয় আয় বৃদ্ধি তথা জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বৃদ্ধিকরণ;

৩.৫ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ।

০৪। **ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য :**

সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যমান কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ এবং ঋণ তহবিলের আবর্তক বিনিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধিকরণ।

০৫। **লক্ষ্য জনগোষ্ঠী ও কার্য এলাকা :**

সকল জেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিসিকের জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। সমগ্র বাংলাদেশ এ ঋণের আওতাভুক্ত কার্য এলাকা হিসেবে গণ্য হবে।

০৬। **ঋণ তহবিলের গঠন ও উৎস :**

৬.১ এ ঋণ কর্মসূচির ঋণ তহবিল সরকার হতে প্রদত্ত বিশেষ অনুদান বাবদ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা নিয়ে গঠিত হবে। ভবিষ্যতে সরকার হতে অনুদান/বিশেষ অনুদান বাবদ বরাদ্দকৃত টাকা সংগ্রহের মাধ্যমে এ ঋণ কর্মসূচির তহবিল বর্ধিত করা হবে। এ ঋণ কর্মসূচির মূল ঋণ ও এর দ্বারা অর্জিত মুনাফা/সুদ আবর্তক ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে;

৬.২ ভবিষ্যতে এ ঋণ কর্মসূচির উল্লিখিত টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল হিসেবে বিনিয়োগ করে পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি করা হবে।

৬.৩ ভবিষ্যতে সরকার এবং বিদেশী ঋণ ও অনুদান সংগ্রহের মাধ্যমে এ ঋণ কর্মসূচির তহবিল বর্ধিত করা হবে। এ ঋণ কর্মসূচির মূল ঋণ ও এর দ্বারা অর্জিত মুনাফা/সুদ আবর্তক ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

০৭। **শিল্পোদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ :**

উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের প্রচলিত তত্ত্বিয় পদ্ধতি অনুসরণ করে এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তা চিহ্নিত করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত/বিদ্যমান ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত নির্ণায়ক অনুসরণ করা হবে।

৭.১ উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে;

৭.২ উদ্যোক্তার বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হতে হবে [বাস্তুভিটাহীন (পৈত্রিক সূত্র ব্যতীত), ভাসমান, দেউলিয়া, মাদকাসক্ত, উন্মাদ ও জড় বুদ্ধি সম্পন্ন নন এমন ব্যক্তি];

৭.৩ ঋণ ব্যবহারে যোগ্যতা সহ ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক আচরণে সুনামের অধিকারী হতে হবে;

৭.৪ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদারী, অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনায় দক্ষ, প্রয়োজনীয় ইকুইটি মূলধনের অধিকারী, দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পী, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, ঋণ পরিশোধে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন, কারিগরী ও বাজারজাত সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে;

৭.৫ সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিসিক জেলা কার্যালয়, স্কিটি, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র ও বিসিক নকশা কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেকার যুবক ও যুব মহিলা উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৭.৬ কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপী ঋণ গ্রাহক হলে এ ঋণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না;

৭.৭ ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতাকে যে কোন তফশিলী ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হবে;

পৃষ্ঠা নং ৭৫ এর ০২

৭.৮ গ্রুপভিত্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণের আবেদন করতে পারবে;

৭.৯ গ্রুপ/দলের সদস্যদের একই গ্রামের/পাড়ার/এলাকার বাসিন্দা হতে হবে এবং কাছাকাছি বয়সের হতে হবে;

৭.১০ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদারী, অভিজ্ঞতা, ব্যবস্থাপনায় দক্ষ, প্রয়োজনীয় ইকুইটি মূলধনের অধিকারী, দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পী, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, ঋণ পরিশোধে ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন, কারিগরী ও বাজারজাত সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পন্ন ৫ বা ১০ জনের সদস্য নিয়ে দল বা গ্রুপ গঠণ করতে হবে। দলের সদস্যদের মধ্য থেকে নিজেরাই একজনকে সভাপতি, একজনকে সম্পাদক ও একজনকে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করবেন;

৭.১১ যে সকল উদ্যোক্তা সরকারের প্রণোদনার আওতায় ঋণ প্রাপ্ত হননি;

৭.১২ অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টার উদ্যোক্তা;

৭.১৩ নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক হতে ঋণ পাননি।

০৮। **ঋণের সাধারণ শর্তাবলী :**

৮.১ একজন ঋণ গ্রহীতাকে/উদ্যোক্তাকে স্থায়ী ও চলতি মূলধন খাতে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা যাবে। তবে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ জেলা কার্যালয় প্রধান মঞ্জুর করতে পারবেন;

৮.২ উদ্যোক্তার অন্যূন ৩০% ইকুইটি নিশ্চিত করতে হবে। উদ্যোক্তার বিনিয়োগকৃত জমি, কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক স্থায়ী বিনিয়োগ ইকুইটি হিসেবে গণ্য হবে। উদ্যোক্তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ইকুইটির কম হলে অবশিষ্টাংশ নগদ জমা করতে হবে এবং তা ঋণ বিতরণের সময় বিনিয়োগের জন্য ফেরৎ দেয়া হবে;

৮.৩ একক অথবা অংশীদারী মালিকানা উভয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা যাবে। অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হলে অংশীদারী চুক্তিনামা রেজিস্ট্রেশন অব ফার্মস এর নিবন্ধন গ্রহন করতে হবে। লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে;

৮.৪ সমুদয় ঋণ পরিশোধ হলে বি,এম,আর,ই'র ক্ষেত্রে পূনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে ;

৮.৫ বাংলাদেশের নাগরিক ছাড়া অন্য কোন উদ্যোক্তাকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। তবে রপ্তানীযোগ্য বা আমদানী বিকল্প পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম নীতির আলোকে এ দেশীয় কোন উদ্যোক্তা প্রয়োজনে বিদেশী কোন অংশীদার নিতে পারবেন;

৮.৬ ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে যথাযথ শর্তে ঋণের বিপরীতে করপোরেশনের নিকট যে সকল স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক, শর্তাধীন বন্ধক রাখা হবে সে সকল সম্পত্তি ঋণ গ্রহীতা নিজ খরচে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে;

৮.৭ ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিসিকের নিকট থেকে প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পটি অবশ্যই শিল্প নিবন্ধন গ্রহণ করবে;

৮.৮ মোট ঋণের ১০% নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। যদি যোগ্যতা সম্পন্ন নারী উদ্যোক্তা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণ করা যাবে;

৮.৯ উৎপাদনশীল ও সেবা খাতের শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে ঋণ বিতরণ করা হবে;

৮.১০ শিল্পনীতি'২০১৬ এর অনুযায়ী অগ্রাধিকার শিল্পখাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৮.১১ ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বিবেচনা করে ঋণ বিতরণ করতে হবে ।

পৃষ্ঠা নং ৭৫ এর ০৩

২য় অধ্যায়

(আবেদনপত্র গ্রহণ, ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ)

০৯। **ঋণ আবেদন পত্র সরবরাহ ও গ্রহণ :**

৯.১ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত ও নতুন আগ্রহী সম্ভাবনাময় শিল্প উদ্যোক্তাকে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণের জন্য বিসিকের নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে ।

৯.২ বিনামূল্যে সরবরাহকৃত ০২ (দুই) টি (এক সেট) আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণপূর্বক নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় অথবা নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রয়োজনে আবেদনকারী/উদ্যোক্তাকে ঋণ আবেদন ফরম পূরণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে;

৯.৩ উদ্যোক্তা ঋণের জন্য বিসিকের অনলাইনে সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবে।

১০। **ঋণ মূল্যায়ণ কমিটি গঠন :**

প্রাপ্ত ঋণ আবেদনপত্র মূল্যায়নের জন্য নিম্মোক্ত কর্মকর্তা সমন্বয়ে মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হবে ।

০১) বিসিক জেলা প্রধানের অধস্তন সর্বজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা - আহবায়ক
০২) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/এসিসি - সদস্য
০৩) প্রমোশন/সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সহঃ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কারিগরী কর্মকর্তা - সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ কোন জেলায় কর্মকর্তার স্বল্পতা থাকলে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/পার্শ্ববর্তী বিসিক জেলা কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তাকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১১। **ঋণ মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি :**

১১.১ **ঋণের আবেদন মূল্যায়ন-**

ঋণের আবেদন মূল্যায়নে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাঁর দায়িত্বের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে পক্ষপাতহীন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

ঋণের আবেদন সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সরজমিনে তদন্ত করে মূল্যায়ন করতে হবে। সরজমিনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল আবেদনকারীর প্রকৃত ঋণের চাহিদা নিরূপণ, প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, আবেদনকারীর ঋণ গ্রহণের এবং ব্যবহারের যোগ্যতা ও প্রকল্পের কার্যাবলী চালিয়ে যাবার ক্ষমতা এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা নিরুপন করা, অবকাঠামো ও উপযোগসমূহের সহজলভ্যতা, বন্ধকী সম্পত্তির নিস্কন্টকতা যাচাইকরণ ও প্রাসংগিক সকল বিষয়াদি যাচাই-বাছাই করে একজন সঠিক উদ্যোক্তা ও প্রকল্প নির্বাচন করা। সর্বোপরি কমিটি প্রকল্পের সাধারণ কারিগরী, আর্থিক ও বিপণনগত দিকসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষনপূর্বক ঋণ মঞ্জুর/নামঞ্জুরের সুপারিশমালা প্রণয়ন করবে।

১১.২ **আবেদনকারীর বিদ্যমান সম্পদের মূল্য নিরুপন পদ্ধতি :**

ক) স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে যা নগদে ক্রয় করা হয়েছে যেমন- জমি, ইমারত, ইজারায় গৃহীত মেশিনপত্র ইত্যাদি, যে মূল্যে এ সম্পদগুলো ক্রয় করা হয়েছে তা হতে জমি, ইমারত ও মেশিনপত্রের অবচয় যথাযথভাবে বাদ দিয়ে নিরূপন করা হবে। অবচয়ের হার সরকারের সর্বশেষ আয়কর বা সর্বশেষ প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রযোজ্য হবে। তবে বাজার দর অনুযায়ী যে কোন মূল্য বৃদ্ধি যা যৌক্তিকভাবে আমলে আনার মত তা মেশিনপত্র, জমি ও ইমারতের মূল্যায়নে ধরতে হবে;

খ) নগদে ক্রয় ব্যতীত যে কোন সম্পদের মূল্য এর আহরণ কালের মূল্য ধরতে হবে এবং উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হারে মূল্য বৃদ্ধি বা অবচয় যা বিসিক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হবে তাই ধরতে হবে;

গ) ভান্ডারে রক্ষিত সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য হতে অবচয় (DEPRICIATION) বাদ দিয়ে যে মূল্য দাঁড়াবে সেটি ধরতে হবে;

ঘ) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বাজার মূল্য যে দিন মূল্যায়ন করা হয়েছে সেদিন হতে ধরতে হবে।

ঙ) ক্রয় ব্যতীত যে কোন আহরিত সম্পত্তির মূল্যায়ন যে দিন হতে উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং সেদিন হতে আহরণকালীন মূল্য হতে অবচয় বাদ দিয়ে মূল্য নির্ধারন করতে হবে। ব্যবসা, গোডাউন, পেটেন্ট বা কোন গোপন পদ্ধতি মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হবে না।

১২। **ঋণ মঞ্জুরির ক্ষমতা :** মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত ঋণ প্রস্তাবগুলো (সর্বোচ্চ বিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার বিশ্লেষন করে সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানের নিকট উপস্থাপন করবে। মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব ঋণ প্রস্তাব মঞ্জুরির জন্য উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১২.১ একজন ঋণ গ্রহীতাকে/উদ্যোক্তাকে স্থায়ী ও চলতি মূলধন খাতে সর্বোচ্চ ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা যাবে;

১২.২ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ আবেদন/প্রস্তাব বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান তাঁর পূর্ণ সন্তোষ্টি সাপেক্ষে অনুমোদন/বাতিল করতে পারবে এবং তদুর্ধ্বের ঋণ প্রস্তাব আঞ্চলিক পরিচালকের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ/ মতামতসহ প্রেরণ করবে;

১২.৩ ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচার-বিশ্লেষন ও পর্যালোচনা করে আঞ্চলিক পরিচালক তাঁর পূর্ণ সন্তোষ্টি সাপেক্ষে ঋণের মঞ্জুরি/বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

১৩। **ঋণের জামানত :**

১৩.১ যে কোন ঋণ বিতরণের পূর্বে আবেদনকারীর কাছ থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণের বিপরীতে স্থায়ী সম্পদ জামানত/সহজামানত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে হলফনামা ও লিখিত চুক্তিনামা এমনভাবে গ্রহণ করবে যা যেকোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বা বিচারে করপোরেশনের স্বার্থ সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করবে, যাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারন করা হবে এবং যা হবে সময় উপযোগী ও করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষাকারী। লিখিত চুক্তিনামা বা হলফনামা ব্যতীত আবেদনকারীর অনুকূলে কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না;

১৩.২ গ্রুপভিত্তিক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা যাবে ।

১৪। **ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ পদ্ধতি :**

মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ।

১৪.১ নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) -এ ক্ষতিগ্রস্ত ও নতুন সম্ভাবনাময় আগ্রহী শিল্প উদোক্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র/ঋণ প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই-বাছাই করে ঋণ মঞ্জুর/নামঞ্জুরির জন্য সুপারিশ করবে;

১৪.২ ঋণ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান ঋণ মঞ্জুরি পত্র জারির ব্যবস্থা করবে;

১৪.৩ ঋণ মঞ্জুরি পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার নিকট হতে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করতে হবে;

১৪.৪ নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুসরণ ও ছক অনুযায়ী স্ট্যাম্প ও কার্টিজ পেপারে ডিড/ডকুমেন্টেশন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি সম্পাদনপূর্বক ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৪.৫ বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত ও অন্যান্য ডকুমেন্টসসমূহ (হায়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট, জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (আমমোক্তারনামা), ইকুইটেবল মর্টগেজ ডিড, ডি পি নোট, আন্ডারটেকিং, সহজামানতসহ প্রযোজ্য অন্যান্য এগ্রিমেন্ট) নির্ধারিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদন করতে হবে;

১৪.৬ মঞ্জুরিকৃত ঋণ হিসাবে প্রদেয় (A/c Payee) চেক/একাউন্ট ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সর্বনিম্ম/গৃহীত দরপত্র দাতাকে স্থায়ী মূলধন ঋণ বিতরণ করা হবে এবং অতঃপর ঋণ গ্রহীতাকে চলতি মূলধন ঋণ চেকের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

পৃষ্ঠা নং ৭৫ এর ০৫

১৫। **ঋণের মেয়াদ :**

১৫.১ **ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পের জন্য -**

* স্থায়ী ও চলতি মূলধন ঋণ উভয় ক্ষেত্রে ২ (দুই) বছরে ৬ (ছয়) মাস রেয়াতী সময় (গ্রেস পিরিয়ড)সহ সমান ১৮(আঠার) কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে ১০% হারে সুদ আদায় করতে হবে।

১৫.৩ **ঋণ পরিশোধ তফশীল-**

ঋণ মঞ্জুরির পর উদ্যোক্তার ঋণ পরিশোধের সুবিধার্থে রি-পেমেন্ট সিডিউল প্রদান করতে হবে।

১৫.৪ **চলতি মূলধন নির্ণয়-**

ক) স্থানীয় কাঁচামাল এক শিফট ৮ ঘন্টা ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১(এক) মাসের জন্য;

খ) আমদানীকৃত কাঁচামাল এক শিফট ৮ ঘন্টা ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৩(তিন) মাসের জন্য;

গ) তাছাড়া চলতি মূলধন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদন চক্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ সার্কুলার অনুসরণ করতে হবে।

১৬। **ঋণের সুদের হার :**

১৬.১ স্থায়ী ও চলতি মূলধন ঋণ উভয় ক্ষেত্রে ০৪ % সরল সুদ নির্ণয় করতে হব (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণ কর্মসূচির নিয়মাচার অনুযায়ী ১০% সুদ প্রযোজ্য হবে) ;

১৬.২ রেয়াতী সময়ের সুদ সমানভাবে ভাগ করে কিস্তিসমূহের সাথে যোগ করে আদায় করতে হবে।

১৭। **গ্রুপভিত্তিক ঋণের মঞ্জুরি, বিতরণ ও ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া :**

১৭.১ গ্রুপ/দল গঠন বিসিক কর্মকর্তার সম্মতিক্রমে করতে হবে;

১৭.২ গ্রুপের আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্রুপের সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা ঋণ আবেদন ফরম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি (একক ঋণের ন্যায়) নিতে হবে;

১৭.৩ গ্রুপের সদস্যদের ঋণের বিপরীতে গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতি ও সম্পাদক-কে জামিনদার হতে হবে;

১৭.৪ প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে গ্রুপ/দলের সভা করতে হবে। প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি মাসের কিস্তির টাকা সংগ্রহ করে সভাপতি বিসিক কর্মকর্তার নিকট জমা করবেন।

১৭.৫ গ্রুপের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও সদস্যগণ একে অন্যের কাজের তদারকি করবেন এবং খবরাখবর রাখবেন। পরস্পরের গৃহীত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করবেন;

১৭.৬ কোষাধ্যক্ষ দল সভাপতির সঙ্গে ঋণ ও কিস্তির হিসাব পরিচালনা করবেন ।

১৮। **এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণ আবেদন এবং ঋণ আদায়ে সহযোগিতা :**

আলোচ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত করা হবে বিধায় উদ্যোক্তারা ইচ্ছা করলে, এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া এসোসিয়েশনগুলোও ইচ্ছা করলে, তাদের সদস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে- যারা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী এবং যোগ্য, তাদের তালিকা বিসিকের জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারবে। এলক্ষ্যে এসোসিয়েশনগুলোতে একজন করে ফোকালপার্সন নিযুক্ত করা হবে-যিনি সময়ে সময়ে বিসিক জেলা কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের বিষয়টি ফলোআপ করবেন এবং প্রয়োজনে ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করবেন।

৩য় অধ্যায়

(ঋণ তহবিল ব্যবস্থাপনা)

১৯। **ঋণ তহবিল পরিচালন :**

১৯.১ "আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বিশেষ অনুদান" শিরোনামে বিসিক প্রধান কার্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আমিন কোর্ট শাখা, মতিঝিল, ঢাকায় নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ) সহ হিসাব বিভাগের ২জন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে একটি এসটিডি হিসাব খুলে ঋণ তহবিল সংরক্ষণ করবে। একইভাবে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষক এর যৌথ স্বাক্ষরে উল্লিখিত শিরোনামে বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে এসটিডি হিসাব খুলে তহবিল সংরক্ষণ করবে;

১৯.২ ঋণ মঞ্জুরি অনুযায়ী তহবিল স্থানান্তরের জন্য বিসিক জেলা কার্যালয় হতে পরিচালক (অর্থ) এর বরাবরে রিকুইজিশন প্রদান করবে;

১৯.৩ রিকুইজিশন অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের ঋণ প্রশাসন বিভাগ হতে প্রক্রিয়াকরণপূর্বক হিসাব বিভাগের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয়ের ব্যাংকে হিসাবে তহবিল প্রেরণ করা হবে। তহবিল প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

১৯.৪ বিসিক জেলা কার্যালয় ঋণ তহবিল বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে এসটিডি হিসাব খুলে তাতে সংরক্ষণ করবে। মঞ্জুরিকৃত ঋণ এসটিডি হিসাব হতে বিতরণের জন্য ক্রস/এসি পেয়ী চেক ইস্যু করতে হবে। আদায়কৃত ঋণ এসটিডি হিসাবে জমা করে নির্দেশনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুনরায় বিতরণ করতে হবে;

১৯.৫ কোন কার্যালয়/জেলার অনুকূলে বরাদ্দকৃত অব্যবহৃত ঋণ তহবিল প্রয়োজনে বিসিক প্রধান কার্যালয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্য জেলায় স্থানান্তর করতে পারবে;

১৯.৬ বিসিক জেলা কার্যালয় ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও আদায়ের হিসাব যথাযথভাবে পার্টিভিত্তিক লেজারে সংরক্ষণ করবে এবং ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন বিভাগ, বিসিক, ঢাকা বরাবর ঋণ বিতরণ ও আদায়ের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবে;

১৯.৭ প্রধান কার্যালয় হতে বিসিক জেলা কার্যালয়ের হিসাবে টাকা স্থানান্তরের পর অর্থ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাসময়ে বিতরণ করতে হবে;

১৯.৮ বিসিক প্রধান কার্যালয়ের ঋণ প্রশাসন বিভাগ, বিসিক এ ঋণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করবে।

২০। **ঋণ আদায় ও হিসাব সংরক্ষন :**

করপোরেশনের সকল পাওনাসমূহ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক নগদে পরিশোধ করা যাবে তবে চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে পরিশোধকৃত টাকা করপোরেশনের হিসাবে জমা হবার দিন হতে পরিশোধিত বলে গণ্য হবে। চেক/পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে নগদায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খরচ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

২০.১ বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যথাসময়ে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

২০.২ সকল কর্মকর্তাগণ বিশেষত ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ঋণ আদায়ের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে;

২০.৩ উদ্যোক্তার নিকট হতে টাকা আদায় করে বিসিক জেলা কার্যালয় হতে ঋণ কর্মসূচির নির্ধারিত মানি রিসিট প্রদান করা, যা প্রধান কার্যালয় হতে সরবরাহ করা হবে, তাৎক্ষনিকভাবে লোন লেজারে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার ঋণ হিসাবে পোস্টিং দিতে হবে;

২০.৪ কোন কারণে ঋণ খেলাপী হলে এবং এ ক্ষেত্রে আংশিক আদায়কৃত/পরিশোধকৃত টাকা আসল ও সুদ খাতে ৭০ : ৩০ হারে লেজারে সমন্বয় করতে হবে;

২০.৫ মামলাধীন শিল্পইউনিটের খেলাপী ঋণ আংশিক আদায়ের ক্ষেত্রে ৭০ : ২০ : ১০ হারে লেজারে সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ ৭০% আসলে, ২০% সুদে এবং ১০% আইন খরচ খাতে জমা করতে হবে;

২০.৬ প্রদত্ত ঋণের মেয়াদান্তে বকেয়া ঋণের (যদি থাকে) টাকা আদায়ের জন্য ১ (এক) বছরের মধ্যে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান বিসিক অ্যাক্ট ও ঋণ সংক্রান্ত বিসিকের প্রচলিত প্রবিধি মোতাবেক ঋণাদায়ের জন্য প্রযোজ্য আইনগত (চূড়ান্ত ও ৩২ ধারা নোটিশ এবং ৩৩ ধারা মতে সার্টিফিকেট ইস্যু এবং ৩৪ ধারা মতে আরজি সহি ও মামলা দায়ের, অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের ও এন আই অ্যাক্ট (Negotiable Instrument Act-1908))অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মামলা দায়েরের যাবতীয় খরচ প্রাথমিকভাবে বিসিক বহন করবে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার লেজারে খরচের হিসাব যথারীতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। পরবর্তীতে তা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে আদায় করতে হবে;

২০.৭ প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে আদায়কৃত ঋণ আবর্তক তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে;

২০.৮ আদায়কৃত/পরিশোধকৃত টাকার মাসিক প্রতিবেদন,ব্যাংক বিবরনী আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে পরবর্তী মাসের পাচ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;

২০.৯ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরি, বিতরণ ও আদায়ের বিষয়ে নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি কপি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ঋণ প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে ।

ঋণ তহবিল পরিচালন নীতিমালা

৪র্থ অধ্যায়

(ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণের নিরাপত্তা বিধান ও ব্যবস্থাপনা)

২১। ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন পদ্ধতি :

ঋণের আবেদন মূল্যায়ন- ঋণের আবেদন মূলায়নে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁহার দায়িত্বের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। তাঁহাকে পক্ষপাতহীন হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী সতর্কতার সাথে বিচার বিশ্লেষণ করে বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

ঋণের আবেদন অনুযায়ী সরেজমিনে তদন্ত করে মূল্যায়ন করতে হবে। সরেজমিনে তদন্তের উদ্দেশ্য হল আবেদনকারীর প্রকৃত ঋণের চাহিদা নিরূপণ, প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, আবেদনকারীর ঋণ গ্রহণের এবং ব্যবহারের যোগ্যতা, প্রকল্পের কার্যাবলী চালাইয়া যাওবার ক্ষমতা এবং ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা সর্বোপরি উদ্যোক্তা নির্বাচন ও প্রাসংগিক সকল বিষয়াদি যাচাই-বাছাই। ঋণের আবেদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও দিক বিচার- বিশ্লেষণের জন্য নিম্নে প্রদত্ত হল, যা প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ব্যবহার্য।

২১.১ প্রকল্পের সাধারণ দিকসমূহ-

* প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা
* উদ্যোক্তার নাম, পিতার নাম, মাতার নাম ও ঠিকানা

বর্তমান -
স্থায়ী -
টেলিফোন/মোবাইল নং -
ই-মেইল নং -
জাতীয় পরিচয়পত্র নং -

* জন্ম তারিখ ও বয়স -
* শিক্ষাগত যোগ্যতা -
* কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা -
* গৃহীত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) -
* বর্তমান পেশা -
* নিজস্ব বিনিয়োগ ক্ষমতা -
* মন্তব্য -

২১.২ কারিগরী সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ-

* প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
* উৎপাদিতব্য পণ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা
* প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া
* ভূমি ও অবস্থান
* ইমারত ও নির্মান
* যন্ত্রপাতি ও উপকরণ
* কাঁচামালের চাহিদা/প্রাপ্যতা
* জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা/সংখ্যা/ধরণ
* মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ
* কারিগরী ব্যবস্থাপনা

২১.৩ আর্থিক দিক ও সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ-

* আয়ের পূর্বাভাস (পণ্য বিক্রয় মূল্য, উৎপাদন খরচ, মুনাফা নির্ণয় ও অন্যান্য হিসাব)
* নগদ উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি
* ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ও বিক্রয়
* অভ্যন্তরীণ আয়ের হার (IRR)
* ডেবট সার্ভিস কভারেজ/ঋণ পরিশোধের সামর্থ
* কস্ট বেনিফিট রেশিও/আয় ব্যয়ের অনুপাত
* ফিক্সড এ্যাসেট কভারেজ/স্থায়ী সম্পদের সমর্থন

২১.৪ **উপযোগিতা বিশ্লেষণ-**

* পানি
* গ্যাস/বিদ্যুৎ
* পরিবহণ
* জ্বালানী এবং অন্যান্য

২১.৫ **বিপণন দিক বিশ্লেষণ-**

* চাহিদা বিশ্লেষণ
* বিদ্যমান উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবধান
* বিদ্যমান চাহিদা ও সরবরাহের ব্যবধান
* প্রাকল্পিত সরবরাহের ব্যবধান
* কাঁচামালের মূল্য
* উৎপন্ন দ্রব্য বিপণন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা
* পণ্যমূল্য নির্ধারণ নীতি
* পণ্য বাজারজাতকরণ বা বিক্রয় ব্যবস্থা

২১.৬ **অর্থনৈতিক দিক বিশ্লেষণ-**

* জাতীয় অর্থনীতিতে কার্যক্রমটির অগ্রাধিকার যোগ্যতা
* মোট জাতীয় উৎপাদনে অবদান
* কর্মসংস্থানের সুযোগ
* ভৌগোলিক বিস্তৃতি
* পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব
* সরকারি নীতি অনুযায়ী গুরুত্ব

২১.৭ **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা-**

* সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা
* সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে লেনদেন
* আর্থিক লেনদেন
* অন্যান্য ব্যাংক/অর্থলগ্নী সংস্থার নিকট হইতে দায় ও খেলাপীর (যদি থাকে) বিবরণ
* সম্পদের বিবরণ এবং দায় ও সম্পদের তুলনামূলক অবস্থা

২১.৮ **প্রস্তাবিত জামানত বিশ্লেষণ-**

* ঋণের বিপরীতে প্রদেয় জামানতের প্রকৃতি ও ধরণ
* গ্রহণযোগ্যতা, মূল্যায়ন ও উপাত্ত (মার্জিন)

২১.৯ **প্রকল্পের সার সংক্ষেপ-**

(প্রকল্প স্থাপনের পটভূমি, আর্থিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে

২১.১০ **বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষন ও মন্তব্য-**

* বিপণন বিশ্লেষণ প্রতিবেদন (বাণিজ্যিক দিক)
* কারিগরী সম্ভাব্যতা
* আর্থিক সম্ভাব্যতা
* অর্থনৈতিক দিক
* ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা)
* জামানতের মূল্য নির্ধারণ
* পরিবেশ ছাড়পত্র বিষয়ক বিবরণ
* সুপারিশ

২২। **ঋণের জামানত ব্যবস্থাপনা :**

ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে আবেদনকারীর কাছ থেকে হলফনামা এবং লিখিত চুক্তিনামা এমনভাবে গ্রহণ করবে যা যেকোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বা বিচারে করপোরেশনের স্বার্থ সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করবে এবং যা হবে সময় উপযোগী ও করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষাকারী। লিখিত হলফনামা ব্যতীত আবেদনকারীর অনুকূলে কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না। ঋণের বিপরীতে জামানত গ্রহণ নিম্মোক্তভাবে সম্পাদন করতে হবে।

২২.১ জামানতি সম্পত্তির চৌহদ্দি সনাক্তকরণসহ তাৎক্ষনিক মূল্য (Forcevalue) নির্ধারণপূর্বক এটি বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়ন করতে হবে;

২২.২ মঞ্জুরিকৃত ঋণের ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তি জামিনদার রাখতে হবে;

এবং ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ইকুইটেবল বন্ধক ডিড (আন রেজিস্ট্রার্ড) সম্পাদন করতে হবে;

এবং ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত রেজিস্ট্রি মর্টগেজ/বন্ধক ডিড সম্পাদন করতে হবে;

২২.৩ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ঋণ গ্রহীতার ওয়ারিশদের বিষয়ে ওয়ারিশ সনদ গ্রহণ করতে হবে;

২২.৪ মঞ্জুরিকৃত ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার তদুর্ধ্ব ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের বিপরীতে অন্যূন ১ : ১.২৫ হারে এবং ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ২০.০০ (বিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১ : ১.৫ সহজামানত (Collateral) নিস্কন্টক স্থাবর সম্পত্তি জামানত বা রেজিস্ট্রি বন্ধক গ্রহণ করতে হবে। বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৌজার সর্বশেষ মূল্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন সনদ গ্রহণ করতে হবে;

২২.৫ বন্ধকী সম্পত্তি অবশ্যই ঋণ গ্রহীতার নিজ খরচে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার্ড মর্টগেজ করতে হবে। মর্টগেজকৃত সম্পত্তি অবমুক্তির ক্ষেত্রে খরচ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতা বহন করবে;

২৫.৬ কারখানার জমি, ঘর, যন্ত্রপাতি ঋণের বিপরীতে ইকুইটেবল মর্টগেজ/বন্ধক, হাইপোথিকেশন ডিড ও প্রযোজ্য অন্যান্য ডিড এর মাধ্যমে বন্ধক থাকবে। ঋণ গ্রহীতাকে কারখানায় বিসিকের নিকট দায়বদ্ধতার সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। এ বিষয়টি বিসিকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অবশ্যই নিশ্চিত করবে;

২২.৭ ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে কার্টিজ পেপারে ডিমান্ড প্রমিজারি (ডিপি) নোট সম্পাদন ও হলফনামা গ্রহণ করতে হবে এবং ৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে (যা সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি (সরকারি চাকুরিজীবী অগ্রাধিকারপ্রাপ্য) জামিনদার রাখতে হবে এবং ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী অন্যান্য দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে। তাছাড়া ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মূল দলিল (ঋণ গ্রহীতা ও তার পরিবারের লোক/ জামিনদার) বিসিকের নিরাপত্তা হেফাজতে জমা রাখতে হবে, যা ঋণ পরিশোধান্তে ফেরতযোগ্য;

২২.৮ কারখানা ভাড়া করা ঘরে স্থাপিত হলে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে (যা সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিবর্তনশীল) অন্যূন ২ (দুই) বছর মেয়াদি ভাড়া চুক্তিনামা দাখিল করতে হবে;

২২.৯ উদ্যোক্তা সম্পর্কে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী বা এনজিও সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ নেই মর্মে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। অথবা ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ব্যাংক বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে লিখিত স্বীকারোক্তি নিতে হবে;

২২.১০ বিসিক কর্তৃক নির্ধারিত ডকুমেন্টসমূহ (জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (আমমোক্তারনামা দলিল), ইকুইটেবল মর্টগেজ ডিড, হাইপোথিকেশন ডিড, ডি পি নোট, আন্ডারটেকিং সহ প্রযোজ্য অন্যান্য এগ্রিমেন্ট) নির্ধারিত নিয়মে নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে (যা সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তনশীল) সম্পাদন করতে হবে;

২২.১১ সম্পত্তি জামানতের ক্ষেত্রে মৌজা ম্যাপ ও হাল নাগাদ ভূমি উন্নয়ন করের রশিদসহ অন্যান্য যাবতীয় সঠিক কাগজপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে;

২২.১২ তাছাড়া সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সময় সময় জারিকৃত/পরিবর্তিত ঋণ জামানত সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে;

২২.১৩ যে আবেদনকারীর অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করা হবে সে আবেদনকারীকে করপোরেশনের সাথে বন্ধকী চুক্তি সম্পাদন করতে হবে অথবা যে কোন চুক্তি যা ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হবে তা সম্পাদন করতে হবে;

২২.১৪ স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারী করপোরেশনকে এ মর্মে সন্তুষ্ট করবে যে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি সকল দায় হতে মুক্ত;

২২.১৫ আবেদনকারীকে উপরিউল্লিখিত দলিল দস্তাবেজ ছাড়া করপোরেশনের চাহিদার প্রয়োজনে বিভিন্ন রশিদ বা দলিলাদি জমা দিতে হবে। করপোরেশন লেনদেন সুষ্ঠু করার প্রয়োজনে প্রত্যেক ঋণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুনঃ বিবেচনা বা কোন সংযোজন,পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রয়োজন হলে তা সম্পাদন করবে;

২২.১৬ সকল দলিল দস্তাবেজ, চুক্তি ও ঋণ সংক্রান্ত যে কোন ডকুমেন্ট বিদ্যমান আইনের আওতায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি করতে হবে;

২২.১৭ ঋণ গ্রহীতাকে স্ট্যাম্প ডিউটিসহ সকল প্রকার ফি পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ হলে সম্পাদিত দলিল অবমুক্তি/ফেরতের জন্য প্রযোজ্য যাবতীয় ব্যয় ঋণ গ্রহীতা বহন করবেন;

২২.১৮ ঋণের জন্য প্রদত্ত জামানতি সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ ঋণ আবেদন পত্রে উল্লেখ থাকবে। জামানতি সম্পত্তির দলিলপত্রাদি যথা- স্বত্ব-দলিল, খাজনার রসিদ, খতিয়ান ইত্যাদিও ঋণের দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

বিভিন্ন জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব বিভিন্নরূপ হতে পারে। কিন্তু সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকানা স্বত্বের দলিলপত্রাদি প্রায় একইরূপ হয়। সুতরাং বিসিকের মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান বন্ধকী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের দলিলপত্রাদি অতি সতর্কতার সাথে পরীক্ষাপূর্বক যাচাই-বাছাই করবেন। বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানকে এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা স্বত্বের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণের সম্পূর্ণই ঝুঁকিপূর্ণ ঋণে পরিণত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে।

২৩। <u>সাধারণ অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা</u> :

২৩.১ ক) প্রতিটি ক্ষেত্রে জামানতযোগ্য সম্পত্তির রেকর্ডপত্র এবং দলিলপত্রাদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। এ সমস্ত দলিলপত্রাদি মূল দলিল পত্রাদির সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে;

খ) জামানত হিসেবে গৃহীত সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য হতে হবে যাতে ইহা বিসিকের অনুকূলে বৈধভাবে বন্ধক/মর্টগেজ নেয়া যায়। হস্তান্তরে কোনরূপ বাধা নিষেধ থাকলে সম্পত্তি বৈধ জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়;

গ) জামানতি সম্পত্তিতে দরখাস্তকারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব এবং হস্তান্তরের অধিকার থাকতে হবে;

ঘ) ইহা নিশ্চিত করতে হবে যে, জামানত হিসেবে প্রদত্ত/গৃহীত সম্পত্তি কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নহে;

ঙ) জামানত হিসেবে গৃহীত/প্রদত্ত সম্পত্তিতে অন্য কোন ব্যক্তির অংশীদারিত্ব থাকলে এবং ঐ সম্পত্তি বিসিকে বন্ধক দিলে দরখাস্তকারীকে ঐ সম্পত্তি বন্ধক হিসেবে গ্রহণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাদি (জমা-খারিজ) পূরণ করে দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে;

এ ছাড়াও বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান/মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য ঋণের নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত দলিলপত্রাদি চাওয়া যেতে পারে।

২৩.২ **জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণে আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ-**

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব ও এর গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখবেন। জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণ এবং উহা বন্ধকী হিসেবে গ্রহণ করবার সার্বিক ক্ষমতা বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানের উপর ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করলে কোন জামানতি সম্পত্তি গ্রহণ অথবা বাতিল করতে পারবেন। কোন জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণে বংশ তালিকায় গড়মিল দেখা দিলে (যেমন-ইচ্ছাপত্র (উইল)/অকৃত-ইচ্ছাপত্র, উত্তরাধিকার ইত্যাদি) এবং দলিলপত্রাদিসহ উহা জামানতি সম্পত্তি হিসেবে গ্রহণ করবার পর উহাতে যদি কোন কিছুর অভাব/ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা হলে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান সম্পূরক দলিলপত্রাদি চাহিয়া পাঠাবেন। তবে চূড়ান্তভাবে জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণে আইন উপদেষ্টার প্রত্যয়ন/মতামত অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জামানত সংক্রান্ত সকল দলিলাদি ও ডকুমেন্টসমুহ আইন উপদেষ্টা কর্তৃক সঠিক আছে মর্মে প্রত্যয়নপূর্বক Vatted করতে হবে। ঋণ বিতরণের পূর্বে সম্পাদিত সকল চুক্তিনামা বা ডকুমেন্টসসমূহ আইনত সঠিকভাবে গৃহীত হয়েছে কিনা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা আইন উপদেষ্টা দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো যেতে পারে। তাছাড়া ঋণের সুরক্ষার জন্য আইন উপদেষ্টার আইনসিদ্ধ পরামর্শ বা চুক্তিনামা সম্পাদন করা প্রয়োজন হলে তাই করতে হবে।

২৩.৩ **বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানের দায়িত্ব-**

কোন জামানতি সম্পত্তি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করবার আগে প্রতিটি মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষের উচিত তা পুনঃপরীক্ষা করে স্বত্ব নির্ধারণ করা। পরবর্তীতে জামানতি সম্পত্তির স্বত্বে কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি বের হলে সংশ্লিষ্ট বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান সে দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। জামানতি সম্পত্তির বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়ার পর বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তারিখ সহ স্বাক্ষর করবেন এবং সিলমোহর ব্যবহার করতে হবে;স

২৩.৪ **বন্ধকী জমি-জমার স্বত্ব নির্ধারণ-**

জামানতে প্রদত্ত জমি-জমা সংক্রান্ত সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণে মূল দলিলপত্রাদি যাচাই করে দেখতে হবে। বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান কর্তৃক জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণে নিম্নলিখিত দিক-নির্দেশনাবলী প্রণিধানযোগ্য :

ক) জামানতি সম্পত্তির স্বত্ব নির্ধারণে খতিয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্বত্ব নির্ধারণে রাজস্ব রেকর্ড পরীক্ষার সময় মালিকানার স্বপক্ষে অন্যান্য দলিলপত্র এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি সরেজমিনে যাচাই করে মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে;

খ) সর্বশেষ বি, আর, এস, খতিয়ানের সাথে এস এ এবং সি এস খতিয়ান মিলিয়ে দেখতে হবে;

গ) এস এ খতিয়ানে কোন অংশীদারের অংশ নির্দিষ্ট করা থাকলে এবং তদানুযায়ী খাজনা পরিশোধের রসিদ থাকলে তা জামানত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে;

ঘ) বিক্রয় দলিল, ইজারা দলিল, বিক্রয় সার্টিফিকেট, দখল হস্তান্তর, দানপত্র, ওয়াকফ দলিল ইত্যাদির মূল কপি পরীক্ষা করে দেখতে হবে । তবে খরিদ সম্পত্তির ক্ষেত্রে :

১) সাব কবলা দলিল;

২) কবলা মূলে অর্জিত সম্পত্তির নামজারি খতিয়ান;

৩) দলিল দাতার মালিকানার স্বপক্ষে দলিল দাতা বা তার পূর্বসূরীর নামে যে কোন একটি পরচা জারি থাকা;

ঙ) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বেলায় প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সহ অংশীদারের অংশ ইত্যাদি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বংশানুক্রমের তালিকা প্রণয়ন করে তাতে প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ করাই ভাল। টিপি অ্যাক্ট ১৯৮২ এর সংশোধিত ধারামতে মুসলিম আইনে হেবা,স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে যে সকল বিসিক জেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ভূমির বি,এস,জরীপ চূড়ান্ত হবার পর সরকারি প্রজ্ঞাপন (গেজেট) জারির মাধ্যমে গ্রহণের সময় শুধুমাত্র চূড়ান্ত প্রচারিত বি,এস,খতিয়ান বন্ধকী সম্পত্তির স্বত্ব-স্বার্থ সম্পর্কিত গ্রহণযোগ্য টাইটেল পেপার হিসাবে গ্রহণ করা যাবে;

চ) দি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট-১৯০৮ এর ৫২ (এ) ধারা উপধারা (এ) এর বিধানমতে উত্তরাধিকার ব্যতীত সম্পত্তির মালিক হলে, বন্ধকদাতার নামে স্টেট একুইজিশন ও টেনান্সি অ্যাক্ট -১৯৫০ অনুযায়ী সর্বশেষ খতিয়ান থাকতে হবে;

ছ) প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তির বিগত ২৫ বৎসরের মালিকানা সম্পর্কিত বিবরণ একটি আলাদা সবুজ কাগজে বা ডেমি কাগজে লিখে, এতে বন্ধকদাতার এবং বিসিকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর নিতে হবে যা দলিলের অংশ বলে বিবেচিত হবে;

জ) দি ট্রান্সফার অব প্রোপারটি অ্যাক্ট -১৮৮২ এর বিধানমতে রেজিস্ট্রিকৃত না হলে কোন হেবা দলিল বলে সম্পত্তি বন্ধক নেয়া যাবে না। রেজিস্ট্রিকৃত হলে ও হেবা দলিল বলে জমি বন্ধক নেয়া হবে কিনা, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে;

ঞ) কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সম্পত্তি বৈধ জামানত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্ত গর্ডিয়ান ও ওয়ার্ডস অ্যাক্ট এর আওতায় জেলা জজের অনুমতিক্রমে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সম্পত্তি জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে;

ঠ) মালিকানা স্বত্বের সাহায্যকারী প্রমাণ হিসাবে হাল সনের খাজনার দাখিলা/ভূমি উন্নয়ন করের রসিদ/মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের রসিদ চাওয়া হবে এবং তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে;

ড) প্রার্থীত ঋণের বিপরীতে প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তির মূল দলিল হারিয়ে গেলে বা শর্ত সাপেক্ষে সার্টিফাইড কপির ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক যথাসম্ভব ঋণ প্রদান হতে বিরত থাকা উত্তম হবে।

০১. মূল দলিল কোন কারণে হারিয়ে গেলে বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে থানায় জিডি করতে হবে;

০২. মূল দলিল হারিয়ে যাওয়া বা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এফিডেবিট করতে হবে এবং স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এ সংক্রান্তে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে;

০৩. মূল দলিল সাব-রেজিস্টার অফিস হতে সময়মত উত্তোলন না করার কারণে বা সাব-রেজিস্টার কর্তৃক বিনষ্ট করা হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে দলিল বিনষ্ট করা হয়েছে মর্মে সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে এবং দলিলের সার্টিফাইড কপিও নিতে হবে;

০৪. রেভিনিউ অফিস ও সাব-রেজিষ্টার অফিস তদন্ত/তল্লাশি করে নিশ্চিত হতে হবে যে, আবেদনকারীর প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি ইতোপূর্বে হস্তান্তর করা হয়নি এবং এ মর্মে একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ করা হয়ে থাকে। মর্টগেজ প্রদানযোগ্য সম্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যোগাযোগ করে এর সঠিকতা নিশ্চিত হতে হবে। বন্ধক সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ করা হলে রক্ষিত জামানতি দলিল দাখিলপূর্বক ঋণ গ্রহীতা প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকা ঋণের বিপরীতে সমন্বয় করতে পারবে;

০৫. বিসিক জেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত জামানতি সম্পত্তি সরেজমিনে তদন্ত করে জমির মালিকানা ও দখলীস্বত্ব সঠিক আছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;

০৬. উদ্যোক্তার স্টাটাস এবং ক্রেডিট রিপোর্ট সন্তোষজনক এ ব্যাপারে বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান ও আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে;

০৭. প্রযোজ্য সকল ঋণের ক্ষেত্রে মূল দলিল অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে;

০৮. হাল-নাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ গ্রহণ করতে হবে।

২৩.৫ **সরজমিনে তদন্ত-**

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধানকে অথবা মঞ্জুরি সংশ্লিষ্ট যে কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা অবশ্যই জামানতে প্রদত্ত সম্পত্তি (জমি- জমা, দালন-কোঠা, যন্ত্রপাতি, প্রকল্প এলাকা ইত্যাদি) সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তদন্তের বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে হবে। তদন্তের প্রধান বিষয়বস্তুগুলি নিম্মরূপ:

ক) জমি-জমার শ্রেণিবিন্যাস এবং এর ব্যবহার;

খ) দালান-কোঠার বেলায় নির্মাণের ধরণ এবং এর ব্যবহার;

গ) দখলী স্বত্ব এটি তদন্ত করে দেখতে হবে যে, জামানতে প্রদত্ত সম্পত্তি আবেদনকারীর ঝামেলাবিহীন ও বিতর্কাতীতভাবে দখলে রয়েছে;

ঘ) যন্ত্রপাতির বেলায় ক্রয় মূল্য, তৈরীর বৎসর, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিমা ইত্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। জামানতি সম্পত্তির সঠিক মূল্য নির্ধারণে অথবা অবচয়ের পর তার মূল্য স্থিরকরণে উপর্যুক্ত তথ্যগুলো সহায়তা করবে।

২৩.৬ **জামানত হিসেবে দালান-কোঠা-**

মিউনিসিপ্যাল এলাকায় অবস্থিত কোন দালান-কোঠা জামানত হিসাবে প্রদান করলে মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণের জন্য স্বাভাবিক দলিলপত্র যাচাই করা ছাড়াও নিম্মলিখিত সম্পূরক কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করে দেখতে হবেঃ

ক) গৃহ সংস্থান কর্তৃপক্ষ যেমন- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অথবা যে কোন শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে এ মর্মে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে যে, প্রস্তাবিত দালান-কোঠা বিসিকের অনুকূলে বন্ধক দেয়া যাবে;

খ) স্বাভাবিকভাবে বিসিকের নিকট কোন দালান-কোঠার দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহণযোগ্য নয়;

গ) লিমিটেড কোম্পানির বেলায় কোম্পানির কোন সম্পত্তি বন্ধক দিলে তা রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিকে জানাতে হবে।

২৩.৭ **রেকর্ডপত্র যাচাইয়ের জন্য তহশীল অফিস পরিদর্শন-**

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী জামানতে প্রদত্ত সম্পত্তির রেকর্ডপত্র (রেজিস্টার নং-২) যাচাই করে দেখবার জন্য স্থানীয় তহশীল অফিস পরিদর্শন করবেন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (এল,এফ-৫) উল্লেখ করবেন যে দরখাস্তকারী একজন রেকর্ড রায়ত কিনা অথবা তার পিতা রেকর্ডে রায়ত কিনা (একচেটিয়া/সহঅংশীদার হিসাবে) অথবা প্রস্তাবিত সম্পত্তি বিক্রেতার নামে রেকর্ডেড কিনা (ক্রয় করা সম্পত্তির বেলায়)

২৩.৮ **অগ্রহণযোগ্য দালান-কোঠা-**

নিম্নলিখিত ধরণের দালান-কোঠা বৈধ জামানত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে :

ক) অত্যন্ত পুরাতন এবং জরাজীর্ণ দালান-কোঠা (অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত বা নকশাবিহীন দালান-কোঠা ও টিনসেড;

খ) সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষিত দালান-কোঠা;

গ) কাঁচা দালান-কোঠা;

ঘ) অস্থায়ী টিনের বাড়ি।

২৩.৯ **অগ্রহণযোগ্য জমি-জমা-**

নিম্ন ধরণের জমি-জমা বৈধ জামানত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় :

ক) যে সমস্ত জমিতে সরকারের একক কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সরকারি খাস জমি;

খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং বহির্ভূত জমি (৬০ বিঘার উর্ধ্বে);

গ) যে সমস্ত জমি-জমা খেলার মাঠ, শ্মশান ঘাট, কবরস্থান, খৃষ্টানদের কবরস্থান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে;

ঘ) সম্প্রতি জেগে ওঠা চর;

ঙ) যে জমির দখলী স্বত্ব বিতর্কিত অথবা বিচারাধীন রয়েছে;

চ) শহর উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করা জমি-জমা;

ছ) যে জমি-জমা নদি ভাংগনের মুখে পতিত হইতে পারে;

জ) খতিয়ানে উল্লেখ থাকলেও যে জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে;

ঝ) হুকুম দখলের আওতাভূক্ত জমি-জমা।

বিঃ দ্রঃ বিতরণকৃত/প্রদানযোগ্য ঋণের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য উপর্যুক্ত বিষয়াদি এ কারণে বিবৃত করা হল যাতে ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্টগণ যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিচার বিশ্লেষণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

৫ম অধ্যায়

(ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ)

২৪। **ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** :

ঋণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো প্রতিপালন করতে হবে।

২৪.১ **আবেদন জালিয়াতি-** আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও পরিচয়ের বিষয় যাচাইপূর্বক নিশ্চিত হতে হবে;

২৪.২ **কন্টাক্ট পয়েন্ট ভেরিফিকেশন** (Contact point Verification) যথাসম্ভব সকল আবেদনকারীর কন্টাক্ট পয়েন্ট যাচাই করতে হবে। আবেদনকারীর বাসস্থান, অফিস, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট নম্বর ও টেলিফোন নম্বর বিষয়ে সরেজমিনে যাচাই করত নিশ্চিত হতে হবে;

২৪.৩ **দলিল/জামানত সংরক্ষন** (Maintenance of Documents and Securities) ঋণ সংশ্লিষ্ট আবেদন ও দলিল পত্রাদি সর্বোচ্চ সতর্কতার সহিত যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতি ঋণ গ্রহীতার জন্য প্রস্তুতকৃত স্বতন্ত্র নথিতে নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করতে হবে।

২৫। **খেলাপী ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে নোটিশ প্রদান :**

ঋণ গ্রহীতার সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে যাকিছুই থাকুক না কেন, যদি ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ভুল প্রমানীত হয় বা তার সাথে সম্পাদিত কোন শর্ত ভঙ্গ করে থাকে বা প্রদত্ত ঋণের অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বা ঋণ গ্রহিতার ঋণের কিস্তি সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ বা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ বা দেউলিয়া হয়ে যাবেন মর্মে প্রতীয়মান হয় বা বিসিক পরিচালনা পর্ষদের অনুমতি ব্যতিরেকে ঋণের জামানত হিসাবে প্রদত্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় বা কারখানার কোন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরানো হয়, তবে এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্পূর্ণ ঋণ এবং এর সুদ পরিশোধ করার জন্য অথবা করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পালনের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে ১ (এক) মাস সময় প্রদান করে এবং ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতার জন্য সতর্ক করে বিসিক আইন এর ৩২ (১) (২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করতে হবে।

২৬। **বিসিক আইনের ৩৩ ধারা মতে সনদ (সার্টিফিকেট) জারিকরণ :**

২৬.১ যদি ঋণগ্রহীতা ধারা ৩২ এর অধীন নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পালন করতে, অথবা দাবিকৃত দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হন, তা হলে বিসিক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ খেলাপী হিসেবে ঘোষণাপূর্বক এবং যে তারিখে বা তারিখের পর সুদসহ করপোরেশনকে প্রদেয় মোট ঋণ এবং সুদের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বিসিক আইন এর ৩৩ ধারা মোতাবেক একটি সনদ (সার্টিফিকেট) ইস্যু করবে, যা চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বিসিক আইন কিংবা ঋণ প্রবিধানমালায় প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবেন;

২৬.২ ঋণ খেলাপীর বিরুদ্ধে বিসিক আইন এর ৩২ ধারা মোতাবেক নোটিশ এবং ৩৩ ধারা মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে সনদ (সার্টিফিকেট) রেজিস্ট্রি ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে বা খেলাপী ঋণ গ্রহীতার সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে ।

২৬.৩ শিল্পমন্ত্রণালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলাপী ঋণ গ্রহীতা বা খাতক আপিল দায়ের না করলে কিংবা আপিল শুনানীতে অংশ না নিলে কিংবা আপিল শুনানীতে প্রদত্ত রায় প্রতিপালন না করলে বিসিক সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে বিসিক আইন এর ৩৪ ধারা মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

২৭. **বিসিক আইন এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী ঋণ আদায়ের দাবি কার্যকর করার নিয়ম :**

২৭.১ বিসিক ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভংগের কারণে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে করপোরেশন ঋণ ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়, অথবা ঋণগ্রহীতা ঋণের মেয়াদ পূর্তির মধ্যে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন, অথবা ধারা ৩৩ এর অধীন সনদ প্রদান করা হয় এবং তা ঋণগ্রহীতার বিপক্ষে কার্যকর থাকে, সেক্ষেত্রে করপোরেশনের একজন কর্মকর্তা এতদুদ্দেশ্যে করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ বা সাধারণ ক্ষমতাবলে প্রযোজ্য কোর্ট ফি অথবা প্রযোজ্য কোর্ট ফি পরিশোধপূর্বক সার্টিফিকেট আদালত/অর্থ ঋণ আদালত/জেলা জজ আদালত বা উপযুক্ত আদালত বরাবরে যার এখতিয়ারাধীন যে এলাকায় ঋণগ্রহীতার বাড়ি অথবা বন্ধকী শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত অথবা, স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন বন্ধকী সম্পত্তি যে এলাকায় অবস্থিত অথবা করপোরেশনের যে শাখা অফিস হতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে উহা যে এলাকায় অবস্থিত, সেক্ষেত্রে এক বা একাধিক সহায়তা বা প্রতিকারের জন্য প্রযোজ্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবে;

২৭.২ ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক বিসিক কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ঋণের জামানতি সম্পত্তি বিক্রয় অথবা কারখানার যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম সরানো বা বিক্রয় করা হয় বা তসরুফের কোন কার্যক্রম সংগঠিত হলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করবে;

২৭.৩ বিসিক আইন এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে পূরণকৃত আর্জি বিসিক জেলা কার্যালয় প্রধান এর নিচে নয় এমন কর্মকর্তা দ্বারা যাচাই/পরীক্ষা করতে হবে অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা দ্বারা যাচাই/পরীক্ষা করে স্বাক্ষরিত হবে;

২৭.৪ মামলার রায় বিসিকের অনুকূলে আসলে তাৎক্ষনিকভাবে জারি মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে বকেয়া ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্বের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বহন করতে হবে।

২৮। **আরজিতে তথ্য সন্নিবেশন :**

বিসিক আইন এর ৩৪ ধারা অনুযায়ী আরজিতে সে সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে যাতে সিভিল প্রসিডিউর কোড ১৯০৮ এর চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি বিদ্যমান থাকে।

২৯। **অর্থ ঋণ আদালতে মামলা :**

ক) জামানতি সম্পত্তি নিলাম দিয়ে বিক্রি করা না গেলে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। বকেয়া ঋণ আদায়ের নিমিত্ত কোন সম্পত্তি বিসিকের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজন হলে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে;

খ) ব্যক্তিগত জামিনদারের বিরুদ্ধে তাঁর সম্পত্তি ঋণের বিপরীতে দায় পরিশোধের নিমিত্ত অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করতে হবে।

৩০। এন আই অ্যাক্ট (Negotiable Instrument Act-1908) এ মামলা:

ডিমান্ড প্রমিজারি (ডিপি) নোট এর বিপরীতে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে এন আই অ্যাক্ট ১৯০৮ এ মামলা করা যাবে ।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর আলোকে সম্ভাব্য শিল্পখাতসমূহ

০১। সেবা শিল্পসমূহ :

১.১ তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা (আইসিটিএস) ও কর্মকান্ড। যেমন- সিস্টেম এনালাইসিস, ডিজাইন, সলিউশন সিস্টেম উন্নয়ন, তথ্য সেবা প্রদান, কল সেন্টার সার্ভিস, অফশোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ওডিসি), বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং (বিপিও) ইত্যাদি;

১.২ কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড, যেমন- কৃষি পণ, শস্য, ফলমূল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য আহরণ, মৎস্য সংরক্ষণ ও বিপণন ইত্যাদি;

১.৩ নির্মাণ শিল্প ও হাউজিং

১.৪ বৈদেশিক কর্মসংস্থান

১.৫ বিনোদন শিল্প

১.৬ জিনিং এন্ড বেলিং

১.৭ হাসপাতাল ও ক্লিনিক

১.৮ নিউক্লিয়ার ও এনালাইটিক্যাল সেবা (যেমন- নিউক্লিয়ার চিকিৎসা সেবা)

১.৯ পর্যটন ও সেবা

১.১০ মানব সম্পদ উন্নয়ন, উচ্চমানের মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন নলেজ সোসাইটি

১.১১ বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরি

১.১২ ফটোগ্রাফি

১.১৩ টেলিকমিউনিকেশন

১.১৪ পরিবহন ও যোগাযোগ

১.১৫ ওয়্যারহাউজ

১.১৬ ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি

১.১৭ ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প, সি এন জি স্টেশন, কনভার্শন সেন্টার)

১.১৮ প্রাইভেট ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো এন্ড কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন

১.১৯ ট্যাংক টার্মিনাল

১.২০ চেইন সুপার মার্কেট/শপিংমল

১.২১ এভিয়েশন এন্ড টেস্টিং সার্ভিস

১.২২ ইন্সপেকশন এন্ট টেস্টিং সার্ভিস

১.২৩ আঞ্চলিক ফিডার ভেসেল ও কোস্টাল জাহাজ চলাচল শিল্প

১.২৪ ড্রাই ডকিং ও জাহাজ মেরামত শিল্প

১.২৫ মডার্নাইজড্ ক্লিনিং সার্ভিস ফর হাইরাইজ এপার্টমেন্টস, কমার্শিয়াল বিল্ডিং

১.২৬ অটো মোবাইল সার্ভিসিং

১.২৭ টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটস

১.২৮ বিজ্ঞাপন শিল্পখাত ও মডেলিং যেমন- প্রিন্ট মডেলিং, টিভি কমার্শিয়ালস, র‍্যাম্প মডেলিং (ক্যাট ওয়াক/ফ্যাশন)

১.২৯ মানসম্মত বীজের জন্য গবেষণা এবং উন্নয়ন

১.৩০ আউটসোর্সিং এবং সিকিউরিটি সার্ভিস (বেসরকারিভাবে নিরাপত্তারক্ষী/জনবল সরবরাহ)

১.৩১ সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবসা

১.৩২ চলচ্চিত্র শিল্প

১.৩৩ নিউজ পেপার শিল্প

০২। উচ্চ অগ্রাধিকার খাত :

২.১ কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প

২.২ তৈরি পোশাক শিল্প

২.৩ আইসিটি/সফট্ওয়ার শিল্প

২.৪ ঔষধ শিল্প

২.৫ চামড়া ও চামড়াজাত পন্য শিল্প

২.৬ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প

২.৭ পাট ও পাটজাত শিল্প

০৩। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ :

৩.১ প্লাস্টিক শিল্প

৩.২ বৈদেশিক কর্মসংস্থান

৩.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্প

৩.৪ পরিবেশসম্মত জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

৩.৫ পর্যটন শিল্প

৩.৬ হিমায়িত মৎস্য শিল্প

৩.৭ হোম টেক্সটাইল সামগ্রী শিল্প

৩.৮ নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার, উইন্ড মিল)

৩.৯ একটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্প ও রেডিও ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প

৩.১০ ভেষজ ঔষধ শিল্প

৩.১১ তেজক্রিয় রশ্মির (বিকিরন) প্রয়োগ শিল্প (যেমন- পচনশীল পলিমারের গুনগত মান উন্নয়ন/খাদ্য-শস্য সংরক্ষণ/চিকিৎসা সামগ্রী জীবাণুমুক্তকরণ শিল্প)

৩.১২ পলিমার উৎপাদন শিল্প

৩.১৩ হাসপাতাল ও ক্লিনিক

৩.১৪ অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প

৩.১৫ হস্ত ও কারু শিল্প

৩.১৬ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাল্ব উৎপাদন)/ইলেক্ট্রনিক মেটেরিয়েল উন্নয়ন

৩.১৭ চা শিল্প , বীজ শিল্প, জুয়েলারি, খেলনা, প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ, আগর শিল্প, আসবাবপত্র শিল্প ও সিমেন্ট শিল্প

৩.১৮ এগ্রো বেইজ শিল্পখাত

সম্ভাবনাময় শিল্পের তালিকা

ঋণ আদায় বিষয়টি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ভাল উদ্যোক্তা বাছাই এবং প্রকল্প চিহ্নিত করবার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই ঋণ প্রদানের পূর্বে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক প্রকল্প চিহ্নিত করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা, কাঁচামাল প্রাপ্যতা, দক্ষ জনগোষ্ঠী, উপযোগ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উদ্যোক্তার সততা, অভিজ্ঞত, রপ্তানীর সুযোগ, আমদানী বিকল্প সুযোগ ও অন্যান্য আনুসাংগিক বিষয়াদি বিচার বিশ্লেষন করে ঋণ প্রদান করা হলে ফেরত পাওয়ার জন্য অনুকূল হয়। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য সম্ভবনাময় শিল্পের একটি তালিকা প্রদত্ত হল।

০১। খাদ্য ও খাদ্যজাত :

১.১ প্রক্রিয়াকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, ফ্রুট বেভারেজ, পাল্প তৈরী, সরবত, সিরাপ ইত্যাদি)
১.২ বিশেষায়িত হিমাগার (সংরক্ষণাগার) (আম, জাম, লিচু, টমেটো, পেয়ারা, কাঠাল, আনারস, শাক-সব্জি ইত্যাদি)
১.৩ ব্রেড/ডায়া ব্রেড এন্ড বিস্কুট, নুডুলস, চানাচুর, কেক, পিঠা তৈরী কারখানা।
১.৪ আলু প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উৎপাদন (চিপস, ফ্লেক্স, ইস্টারস ও অন্যান্য)
১.৫ অটো-ফ্লাওয়ার মিল/অটো রাইচ মিল (আটা, ময়দা, সুজি, চাউলের গুড়া তৈরী কারখানা)
১.৬ মসলা প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেটজাতকরণ কারখানা
১.৭ ডাক/বয়লার/লেয়ার ফার্মিং ও ডাক/পোলট্রি হ্যাচারী
১.৮ দুগ্ধ খামার, গরু মোটা তাজাকরণ, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ
১.৯ মৎস্য হ্যাচারী
১.১০ ওয়েল মিল (ব্রান ওয়েল, সরিষা, সয়াবিন, সূর্য্যমুখী, কালজিরা, ফিস ওয়েল)
১.১১ পোলট্রি ফিড, এনিমেল ফিড তৈরী কারখানা
১.১২ দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ (পাস্তুরিতকরণ, গুড়ো দুধ, আইসক্রিম, কনডেন্স মিল্ক,মিষ্টি, পনির, মাখন, চকলেট, দধি ইত্যাদি)
১.১৩ মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ/মৌমাছি পালন/মৌ কলোনি উৎপাদন
১.১৪ ফিস প্রসেসিং প্লান্ট
১.১৫ কৃষিভিত্তিক অন্যান্য শিল্প
১.১৬ দেশীয়/চায়নিজ খাবারের দোকান, পিঠা তৈরী কারখানা

০২। প্রকৌশল শিল্প :

২.১ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কসপ
২.২ অটোমোবাইল স্পেয়ারস
২.৩ অটোমোবাইল রিপিয়ারিং এন্ড সার্ভিসিং
২.৪ গাড়ীর চেসিস ও বডি তৈরী
২.৫ ঢালাই কারখানা
২.৬ বাই-সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং
২.৭ মটর সাইকেল, বাই-সাইকেল ও রিক্সা-ভ্যান এর যন্ত্রাংশ তৈরী
২.৮ স্টিল ফার্ণিচার
২.৯ এ্যালুমিনিয়াম ইউটেনসিল তৈরী কারখানা
২.১০ এ্যালুমিনিয়াম কারখানা
২.১১ মেকানিক্যাল টয়
২.১২ ওয়ার নেইল ফ্যাক্টরি ও জি আই তার/এস এস তার ইত্যাদি তৈরী
২.১৩ নাট, বোল্ট ও স্ক্রু
২.১৪ থ্রেড স্পুলিং
২.১৫ অটোমোবাইল সার্ভিসিং
২.১৬ রি-রোলিং মিল
২.১৭ কৃষি যন্ত্রপাতি
২.১৮ ষ্ট্যাপল মেশিন
২.১৯ পাম্প মেশিন
২.১৮ এ্যালুমিনিয়াম রি-রোলিং
২.১৯ জিপার
২.২০ স্টিলের আসবাবপত্র
২.২১ হ্যাসবল ও ছিটকানি
২.২২ এস এস পাইপ
২.২৩ এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্প কারখানা

০৩। পাট ও পাটজাত শিল্প :

৩.১ জুট টোয়াইন এন্ড রোপ
৩.২ জুট প্রোডাক্টস (ব্যাগ, ম্যাট, সতরঞ্জি, কাপড়, কার্পেট, চট ও অন্যান্য)

০৪। বন ও বনজাত শিল্প :

৪.১ প্লাই উড
৪.২ উড প্রসেসিং
৪.৩ উড ট্রিটমেন্ট
৪.৪ উডেন ডোর এন্ড উইনডো
৪.৫ লেকার ফার্ণিচার

০৫। বস্ত্র ও বস্ত্রজাত শিল্প :

৫.১ গার্মেন্টস একসোসরিজ
৫.২ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল
৫.৩ ডাইং এন্ড প্রিন্টিং
৫.৪ নিট ফেব্রিক্স
৫.৫ রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস
৫.৬ স্পেশালাইজড কটন টেক্সটাইল
৫.৭ রেডিমেড গার্মেন্টস
৫.৮ কটন স্পিনিং মিল

০৬। রসায়ন ও ঔষধ শিল্প :

৬.১ হারবাল ঔষধ কারখানা/ফার্মাসিউটিক্যালস
৬.২ টেক্সটাইল ডিটারজেন্ট
৬.৩ মশার কয়েল
৬.৪ এ্যাডহেসিপ, গাম ও সুপার গ্লু
৬.৫ অ্যাকটিভেটেড কার্বন
৬.৬ সোডিয়াম সিলিকেট
৬.৭ সোডিয়াম সালফাইড
৬.৮ দস্তা সার কারখানা
৬.৯ প্লাস্টিক গ্রানুয়ালস
৬.১০ গুটি ইউরিয়া সার
৬.১১ কাপড় কাঁচা সাবান
৬.১২ ড্রাইসেল
৬.১৪ পেইন্ট
৬.১৫ লুব ওয়েল
৬.১৬ সালফিউরিক এসিড তৈরী
৬.১৭ জৈব সার কারখানা
৬.১৮ আইকা গাম
৬.১৯ পিভিসি পাইপ

০৭। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প :

৭.১ ফিনিশড লেদার প্রোডাক্টস
৭.২ চামড়া ও চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প
৭.৩ ফুট ওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ
৭.৪ লেদার গার্মেন্টস

০৮। প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং শিল্প :

৮.১ করোগেটেড কার্টুন
৮.২ অপসেট প্রিন্টিং প্রেস

০৯। ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স শিল্প :

৯.১ ইলেকট্রিক ক্যাবল
৯.২ কম্পিউটার সংযোজন
৯.৩ ফ্যান ক্যাপাসিটর
৯.৪ ইলেকট্রিক স্টাটার
৯.৫ টেলিভিশন/ফ্রিজ/এসি/মটর মেরামত কারখানা
৯.৬ ইলেকট্রিক এক্সেসোরিজ
৯.৭ ইলেকট্রিক বাল্ব/এনার্জি বাল্ব
৯.৮ ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স অন্যান্য পণ্য তৈরী ও সংযোজন

১০। প্লাষ্টিক এন্ড রাবার শিল্প :

১০.১ রাবার প্রোডাক্টস (কনভেয়ার বেল্ট,হোস পাইপ,স্টিকার এবং মটর সাইকেল, টেম্পো, সাইকেল, রিক্সার টায়ার ও টিউব)
১০.২ টায়ার রিসোলিং
১০.৩ প্লাস্টিক ফার্ণিচার
১০.৪ প্লাস্টিক বোতল, বৈয়ম, টিফিন বক্স ও অন্যান্য পণ্য তৈরী
১০.৫ প্লাস্টিক সিট তৈরী,প্লাস্টিক ডোর, প্লাস্টিক সেনিটারি ওয়্যার ও বাথরুম ফিটিংস
১০.৬ ওয়াটার পিওরিফায়ার
১০.৭ থার্মোফ্লাক্স
১০.৮ হটপট
১০.৯ প্লাস্টিক সিলিং সিট
১০.১০ অন্যান্য প্লাষ্টিক সামগ্রী তৈরী শিল্প কারখানা

১১। গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প :

১১.১ ফ্লোর টাইলস (সিরামিক ও মার্বেল)
১১.২ মোজাইক পাথর
১১.৩ গ্লাস সিট, কাঁচের গ্লাস, জগ ও অন্যান্য পণ্য তৈরী
১১.৪ সিরামিকের তৈজসপত্র,সেনিটারী ওয়্যার

১২। বিবিধ :

১২.১ বিভিন্ন ধরণের ছাতা তৈরী
১২.২ মিনারেল ওয়াটার
১২.৩ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কাম-সার্ভিসিং সেন্টার
১২.৪ সার্জিক্যাল গজ ব্যান্ডেজ
১২.৫ চারকোল তৈরী
১২.৬ কয়ার ফোম তৈরী
১২.৭ বাথ রুম ফিটিংস/সেনিটারি ওয়্যার(স্টিল)
১২.৮ সোপিচ (গ্লাস, সিরামিক উডেন ও অন্যান্য)
১২.৯ বেবি ডায়াপার
১২.১০ স্যান্ড পেপার

উল্লিখিত শিল্প ছাড়াও স্থানীয় সম্ভাবনা ও সুযোগের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়নি এমন যে কোন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে

৬ ষ্ঠ অধ্যায়

উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও ঋণের আবেদন ফরম এবং ডকুমেন্টেশন দলিলাদির তালিকা

০১।	পরিশিষ্ট - 'ক'	উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০১
০২।	পরিশিষ্ট - 'খ'	ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ আবেদন পত্র	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০২
০৩।	পরিশিষ্ট - 'গ'	কুটির শিল্প ঋণ আবেদনপত্র	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৩
০৪।	পরিশিষ্ট - 'ঘ'	চেক লিস্ট	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৪
০৫।	পরিশিষ্ট - 'ঙ'	ঋণ আবেদনপত্র প্রাপ্তির রশিদ	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৫
০৬।	পরিশিষ্ট - 'চ'	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণ মঞ্জুরিপত্র	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৬
০৭।	পরিশিষ্ট - 'ছ'	ডিমান্ড প্রমিজারি নোট	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৭
০৮।	পরিশিষ্ট - 'জ'	হলফনামা	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৮
০৯।	পরিশিষ্ট - 'ঝ'	জামিনদারের অঙ্গীকারনামা/সিউরিটি বন্ড	ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৯
১০।	পরিশিষ্ট - 'ঞ'	জেনারেল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১০
১১।	পরিশিষ্ট - 'ট'	ঋণ বিধিমালা ৮নং ধারার	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১১
১২।	পরিশিষ্ট - 'ঠ'	ইকুইটেবল মর্টগেজ চুক্তিনামা	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১২
১৩।	পরিশিষ্ট - 'ড'	হাইপথিকেশন চুক্তিনামা	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৩
১৪।	পরিশিষ্ট - 'ণ'	ঋণ পরিশোধ তফশীল (ক্রেডিট কার্ড)	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৪
১৫।	পরিশিষ্ট - 'ত'	বিসিক অ্যাক্ট এর ৩২ ধারা মোতাবেক নোটিশ	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৫
১৬।	পরিশিষ্ট - 'থ'	৩৩ ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৬
১৭।	পরিশিষ্ট - 'দ'	বিসিক অ্যাক্ট এর ৩৪ ধারা মোতাবেক মামলার আরজি (নমুনা)	ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৭

বিঃ দ্রঃ ঋণের সুরক্ষার জন্য উপর্যুক্ত ফরম ছাড়া আইনগত প্রযোজ্যতা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে যে কোন চুক্তিপত্র সম্পাদন করা যেতে পারে বা বর্ণিত ফরমে শর্তযুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া রেজিস্ট্রি মর্টগেজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইনজীবীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

বিসিক জেলা কার্যালয়, ...।

তারিখ : .....

০১। উদ্যোক্তার বিবরণ :

ক) নাম :
খ) পিতা/স্বামীর নাম :
গ) মাতার নাম :
ঘ) বয়স :
ঙ) পেশা :
চ) স্থায়ী ঠিকানা :
ছ) বর্তমান ঠিকানা :
জ) ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে),ওয়েব সাইট (যদি থাকে) :
ঝ) ট্রেড লাইসেন্স/রেজিঃ নম্বর :
ঞ) ইটিআইএন নাম্বার (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :
ট) শিক্ষাগত যোগ্যতা :
ঠ) কারিগরি যোগ্যতা :
ড) ব্যবসা/শিল্প সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা :
ঢ) প্রশিক্ষণের বিবরণ (বিসিক/স্কিটি/দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র/নকশা কেন্দ্র/অন্যান্য :
ণ) উদ্যোক্তা কি ধরনের শিল্প স্থাপনে আগ্রহী :

০২। উদ্যোক্তার কোন শিল্প কারখানা বিদ্যমান থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ :

ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :
খ) শিল্পের ধরন:
গ) উৎপাদিত পণ্যের নাম :
ঘ) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা :
ঙ) স্থাপিত সন :
চ) শিল্পের বিনিয়োগ :

জমি(পরিমান) .....টাকা.....
কারখানা ঘর(মাপ).....টাকা.....
যন্ত্রপাতি .....টাকা.....
চলতি মূলধন.....টাকা.....

মোট টাকা

০৩। বিসিক হতে কি ধরনের সহায়তা পেতে আগ্রহী :

০৪। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনে প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ :

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

০৫। বিসিক কর্মকর্তার মন্তব্য ও সুপারিশ :

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি

(ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণের জন্য আবেদনপত্র)

'ক' - বিভাগ

প্রকল্প, উদ্যোক্তা, মালিকানা স্বত্ব এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

০১। প্রকল্পের বিবরণ :

ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম :

খ) প্রকল্পের অবস্থান (পূর্ণ ঠিকানাসহ) :

- কারখানা

- অফিস

- ফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল নম্বর,ওয়েব সাইট (যদি থাকে) :
- ট্রেড লাইসেন্স/রেজিঃ নম্বর :
- ইটিআইএন নাম্বার (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

গ) বিনিয়োগ তফসিলে প্রস্তাবিত শিল্পের অবস্থান :

১. শিল্প খাতের নাম এবং ক্রমিক নম্বর :

২. বিভাগ/শ্রেণীর নাম :

০২। প্রকল্পের মালিকানা স্বত্ব :

১. সঠিক স্থানে টিক চিহ্ন দিন :
ব্যক্তিমালিকানা/অংশীদারী কারবার/প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যদি লিমিটেড কোম্পানি হয়

২. প্রাইভেট অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হয়ে থাকলে নথিভুক্তির প্রত্যয়নপত্র (সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন) এবং মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের কপি সংযোজন করুন।

০৩। উদ্যোক্তাগণের বিবরণ :

নাম এবং পিতা/স্বামীর নাম	স্থায়ী ঠিকানা ও মোবাঃ/টেলিফোন নম্বর	কি পরিমাণ শেয়ার/ অংশ থাকিবে	ব্যবস্থাপনায় অবস্থান এবং কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্ব (যদি থাকে)
ক)			
খ)			
গ)			
ঘ)			
ঙ)			

চলমান -০২

০৪। ক) উদ্যোক্তা কিংবা উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেউ অত্র প্রকল্প বা অন্য কোন প্রকল্পের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করে থাকলে উক্ত প্রকল্পের বিবরণসহ আবেদনের ফলাফল ব্যক্ত করুন।

খ) উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেউ সমাজসেবামূলক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন কি না, থাকলে সেখানে তাঁদের অবস্থান/পদমর্যাদা উল্লেখ করুণ।

০৫। ব্যবসায়িক অথবা ব্যক্তিগত পরিচিতি (সম্মানিত তিনজন ব্যক্তি অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান) যাদের সাথে আবেদনকারীর সাম্প্রতিক সম্পর্ক বা লেনদেন আছে।

নাম	ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে)	ব্যবসার ধরন/ সামাজিক অবস্থান

০৬। ১) উদ্যোক্তাদের দায় ও সম্পদের বিবরণী সংযুক্ত ফরম-১ এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২) আপনার ব্যাংক ম্যানেজারের বরাবরে লিখিত পত্র ফরম-২ মোতাবেক সংযুক্ত করতে হবে।

৩) প্রত্যেক উদ্যোক্তাদের জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত, ব্যবসায়িক ও কারিগরি জ্ঞান যোগ্যতা ফরম-৩ অনুযায়ী সংযুক্ত করতে হবে।

৪) প্রত্যেক পরিচালক/উদ্যোক্তাদের সহি সহ ঘোষণা পত্রের বিবরণ ফরম-৪ অনুযায়ী সংযুক্ত করতে হবে।

চলমান -০৩

'খ' - বিভাগ

প্রকল্পের বিবরণ :

০৭। প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্য :

পণ্য সামগ্রী	পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা (পরিমাণ)	উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা(%)	প্রতিটি পণ্যের মূল্য	বিক্রয় মূল্য
		১ম বৎসর/২য় বৎসর/৩য় বৎসর		১ম বৎসর/২য় বৎসর/৩য় বৎসর

ক)

খ)

গ)

ঘ)

(যদি প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা বিষয়ক রিপোর্ট থাকে তবে আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করুণ)।

০৮। বি এম আর ই প্রকল্পের বেলায় নিম্নলিখিত তথ্যাবলীর বিশদ বিবরণ দিন :

(ক) প্রকল্পের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান অর্জিত উৎপাদন ক্ষমতা

পণ্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য	পণ্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য

(খ) বর্তমান উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী প্রস্তাবিত পণ্য

পণ্যের নাম	সংখ্যা	পরিমাণ	মূল্য	পণ্যের নাম	সংখ্যা	পরিমাণ	মূল্য

(গ) গত ৩(তিন) বৎসরের উৎপাদন ও বিক্রীর অবস্থান :

	পণ্যের নাম	উৎপাদন	বিক্রি
বৎসর-১			
বৎসর-২			
বৎসর-৩			

চলমান -০৪

০৯। <u>প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান</u> :

ক) প্রকল্পের জন্য কি পরিমান জমির প্রয়োজন:

১. স্থাপিত

২. প্রস্তাবিত

খ) ইতিমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে কি না ? হ্যাঁ/না

গ) জমির বিবরণ (যদি ইতোমধ্যে বাছাই/ক্রয় করা হয়ে থাকে):

১. পরিমাণ .....প্লট/হোল্ডিং নম্বর .....

খতিয়ান নম্বর ..... মৌজা .....

উপজেলা ..... জেলা .....

২. জমির মূল্যঃ

৩. নিষ্কন্টক জমি কিনা ? হ্যাঁ/না

৪. যদি জমি বায়না করা হয়ে থাকে তবে বায়না পত্র এবং ক্রয় বা ইজারা নেয়া হলে সাফকবলা/ইজারা দলিল সংযুক্ত করুণ।

ঘ) ১. ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন কিনা ?

২. যদি না হইয়ে থাকে তবে প্রকল্প উপযোগী করে তুলতে কি পরিমাণ খরচের প্রয়োজন এবং কত সময় লাগতে পারে :

১০। <u>দালান/ঘর এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মঃ</u>

প্রাক্কলিত ভূমি এবং দালান ঘরের ব্যয় (বর্তমানে বিদ্যমান এবং অতিরিক্ত আলাদা ভাবে) যেমন কারখানা ঘর, গুদাম ঘর এবং অন্যান্য যদি প্রয়োজন হয় তবে নিম্মলিখিত ছকে সংযুক্তি সড়ক,সীমানা দেয়াল, ট্যাংক, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জেটি, ইত্যাদিসহ পেশ করুনঃ

দালান ঘর এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মের বিবরণ	নির্মাণ কাজের বিবরণ	ভূমির পরিমাণ বর্গফুট	দর/প্রতি বর্গফুট	প্রাক্কলিত ব্যয়

ক) বর্তমান

খ) প্রস্তাবিত

অনুগ্রহ করে খসড়া নীল নকশা এবং অবস্থান নকশা (সাইট প্ল্যান) আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করুন।

চলমান -০৫

প্রকল্পের যন্ত্রপাতি :

ক) বর্তমানে যে সব যন্ত্রপাতি আছে :

যন্ত্রপাতির বিবরণ	ক্রয় তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা	ভূমির প্রয়োজন	মূল্য		মোট
				সি এন্ড এফ মূল্য	কর এবং অন্যান্য খরচ	

খ) নতুন আমদানীতব্য যন্ত্রপাতি : (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ক্যাটালগ ও স্কেচ সংযুক্ত করুণ)

যন্ত্রপাতির বিবরণ	প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা	কত ইউনিট প্রয়োজন	মূল্য		মোট
			সি এন্ড এফ মূল্য	কর এবং অন্যান্য খরচ	

গ) নতুন স্থানীয়ভাবে সংগৃহীতব্য যন্ত্রপাতি :

যন্ত্রপাতির বিবরণ	প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা	কতটি যন্ত্রপাতি প্রয়োজন	মোট খরচ

অনুগ্রহ করিয়া স্থানীয় এবং আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির তিনজন সরবরাহকারীর কাছ থেকে প্রতিযোগিতামূলক তিন কপি দরপত্র এবং সাথে ক্যাটালগ এবং বিশদ বিবরণী সংযুক্ত করুণ।

চলমান -০৬

১১। <u>যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সংযোজন</u> :

যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং সংযোজনের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কিংবা গ্রহণ করা হবে এবং যন্ত্রপাতি স্থাপন নকশা এবং প্রাক্কলিত খরচের বিশদ বিবরণ দিন। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সরবরাহ করতে হবে।

১. প্রকল্পের যন্ত্রপাতি কারা স্থাপন করবে।

২. বৈদেশিক কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন থাকলে সে জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩. প্রকল্পের উৎপাদন কর্মীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের দরকার থাকলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪. স্থাপন ও সংযোজন খরচঃ স্থাপিত :
প্রস্তাবিত :

১২। <u>উপযোগসমূহ</u> :

প্রকল্পের প্রয়োজনীয় নিম্নবর্ণিত তথ্যাদির বিবরণ দিন :

ক) বিদ্যুৎ :

১. প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগ শক্তির পরিমাণ এবং প্রাপ্তির উৎস। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকিলে কত কিলোঃ/ভোল্ট বা অশ্বশক্তি তার উল্লেখ করতে হবে।

২. যদি ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতিপত্র সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তবে আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করুন এবং সাথে বিদ্যুৎ সংযোজনের আনুমানিক হিসাব দাখিল করুণ।

খ) জ্বালানী :

গ) লুব্রিকেটিং তেল :

ঘ) গ্যাস :

ঙ) পানি :

চ) যোগাযোগ ব্যবস্থা :

ছ) কি ধরনের যানবাহন চলাচলের উপযোগী ?

১৩। <u>কাঁচামাল</u> :

শতকরা ১০০ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতায় বাৎসরিক প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত ছকে বর্ণনা করুণ (প্রতিদিন প্রতি শিফট ৮ ঘন্টা হিসাবে) :

ক) আমদানীকৃতঃ (তিন মাসের)

	কাঁচামালের বিশদ বিবরণ	১০০% ক্ষমতায় প্রয়োজনের পরিমান	সি এন্ড এফ মূল্য প্রতি ইউনিট	ডিউটি এবং বিক্রয় কর	অন্যান্য	মোট
বিদ্যমান ক্ষমতায় (যদি থাকে)						
প্রস্তাবিত ক্ষমতায়						

চলমান -০৭

খ) স্থানীয় :

	কাঁচামালের বিবরণ	উৎস	১০০% ক্ষমতায় প্রয়োজনের পরিমান	মোট মূল্য	ফ্যাক্টরী পর্যন্ত পৌছান খরচ
বিদ্যমান ক্ষমতায়					
প্রস্তাবিত ক্ষমতায়					

১৪। <u>জনশক্তি</u> :

ক) প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা :

পদের নাম		সংখ্যা		মাসিক বেতন		প্রতি মাসে দেয় অন্যান্য সুবিধাদি		মোট বাৎসরিক	
বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত

খ) বিক্রয় ও বিতরণ :

পদের নাম		সংখ্যা		মাসিক বেতন		প্রতি মাসে দেয় অন্যান্য সুবিধাদি		মোট বাৎসরিক	
বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত

গ) শ্রমিক ও কারিগর :

	মোট সংখ্যা		মাসিক মজুরীর হার		মাসিক অন্যান্য সুবিধাদি		মোট বাৎসরিক	
	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত	বর্তমান	প্রস্তাবিত
দক্ষ আধা-দক্ষ অদক্ষ								

চলমান -০৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন স্তরে তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসনিক এবং কারিগরি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক/ কর্মকর্তাদের নাম, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসহ উল্লেখ করুণ :

'গ'- বিভাগ

প্রকল্প ব্যয় অর্থ সংকুলানের উৎস

১৫। নিম্ন বর্ণিত ছকে প্রকল্পের খরচের বিস্তারিত বিবরণ দিন :

		স্থানীয়/বৈদেশিক	(সহস্র টাকা হিসাবে) মোট
ক)	ভূমি		
খ)	ভূমি উন্নয়ন		
গ)	দালান		
ঘ)	অন্যান্য পুর কর্ম (সিভিল ওয়ার্ক)		
ঙ)	আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা		
চ)	স্থানীয় যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা		
ছ)	শুল্ক কর,বীমা ইত্যাদি		
জ)	আভ্যন্তরীন ভাড়া		
ঝ)	সংযোজন এবং স্থাপন		
ঞ)	আসবাবপত্র		
ট)	প্রাথমিক এবং প্রারম্ভিক ব্যয় (যেমন আইন বিষয়ক,নিবন্ধন,পরামর্শ ইত্যাদি)		
ঠ)	বিবিধ আনুষাঙ্গিক খরচ এবং এই খরচ প্রকল্পের স্থায়ী খরচের শতকরা কত ভাগ		
	মোট :		
ড)	নীট কার্যকরী মূলধন :		
	সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় :		

চলমান -০৮

১৬। <u>অর্থ সংকুলানের উৎস</u> :

১. প্রকল্প ব্যয় সংকুলানের প্রস্তাবিত উৎস উল্লেখ করুণ :

মূলধন	স্থায়ী মূলধন		কার্যকরী মূলধন		মোট
	স্থানীয়	বৈদেশিক	স্থানীয়	বৈদেশিক	

ক) নিজস্ব তহবিল :
খ) ব্যাংক ঋণ :
গ) অন্যান্য উৎস :
(উল্লেখ করুন)
ঘ) ঋণ ও নিজস্ব তহবিলের :
শতকরা হার ঋণের ব্যবহার :
মোট :

১৭। প্রকল্পের লাভজনকতা সম্পর্কে আপনার নিজস্ব প্রাক্কলন এবং উহা কোন ভিত্তিতে করা হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত ছকে লিপিবদ্ধ করুন :

<u>উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার</u>	<u>১ম বৎসর</u>	<u>২য় বৎসর</u>	<u>৩য় বৎসর</u>
ক) বিক্রয়/রাজস্ব			
খ) বিক্রীত পণ্যোৎপাদনের খরচ			
১. কাঁচামাল ক্রয় ও পরিবহন			
২. প্রত্যক্ষ শ্রম			
৩. বিদ্যুৎ, জ্বালানী, পানি ও গ্যাস			
৪. মেরামত, সংরক্ষন ও রক্ষণাবেক্ষন			
৫. খাজনা, কর ও বিমা			
৬. অবচয়			
মোট উৎপাদন ব্যয় :			
গ) মোট মুনাফা :			
ঘ) সাধারন প্রশাসনিক এবং ওভারহেড ব্যয় :			
১. পরিচালকগণের বেতন ও সম্মানী (প্রশাসনিক ও বিক্রয়)			
২. অন্যান্য (অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি)			
৩. মনোহারী ও ছাপা খরচ			
৪. ডাক, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, বিদ্যুৎ, ফ্যাক্স খরচ ইত্যাদি			
৫. ভ্রমন ও যাতায়াত খরচ			

চলমান -০৯

৬. বিজ্ঞাপন এবং বিক্রয় উন্নয়নসহ বিক্রয় ব্যয়

৭. অফিস সম্পদের উপর অবচয়

৮. প্রারম্ভিক ব্যয়ের এমোর্টাইজেশন

৯. নির্মানকালীন সময়ের সুদের এমোর্টাইজেশন

১০. অন্যান্য খরচাদি

মোট :

ঙ) আর্থিক ব্যয় (ঋণের উপর সুদ)

চ) মোট সাধারন প্রশাসনিক ও আর্থিক ওভারহেড (ঘ+ঙ)

ছ) কর পূর্ব নিট মুনাফা (গ-চ)

জ) ঋণ পরিশোধ করার নিমিত্তে ষান্মাসিক কিস্তি হিসাবে সুদসহ কখন থেকে এবং কত বৎসরে পরিশোধ করা হবে তার একটি তফসিল সংযোজন করুন

'ঘ' -বিভাগ

বাজারজাতকরণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা

১৮। উৎপাদিত পণ্য যে এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হবে তা উল্লেখ করুন :

	অভ্যন্তরীন	বৈদেশিক
ক) প্রধান নগরীসমূহ		
খ) শহর		

১৯। কে বা কাহারা প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের প্রধান উৎপাদক ও ভোক্তা তা উল্লেখ করুণ :

	উৎপাদকের নাম ও ঠিকানা	ভোক্তার শ্রেণী/ধরন	বর্তমান বাজার চাহিদা
ক)			
খ)			
গ)			

চলমান - ১০

২০। ক) প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের/পণ্য সমূহের বিক্রয় ব্যবস্থা উল্লেখ করুণ (প্রতিনিধির মাধ্যমে,পাইকারী বিক্রেতার মাধ্যমে, খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে অথবা সরাসরি ভোক্তার নিকট :

খ) প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করুণঃ চাহিদা ও সরবরাহের উল্লেখ করুণ।

পণ্যাদি	প্রতিটি পণ্যের মূল্য	প্রস্তাবিত বিক্রয় মূল্য	একই পণ্যের/পণ্যাদির বর্তমান মূল্য	
			স্থানীয় প্রস্তুতজাত	আমদানীকৃত

গ) প্রস্তাবিত ও বর্তমানে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতা আছে কি-না । প্রতিযোগিতা থাকলে তার ধরন বর্ণনা।

২১। যদি প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যাদি (আংশিক অথবা সম্পূর্ণ) রপ্তানি বাজারের জন্য হয়ে থাকে তবে তা যে সকল দেশে যে পরিমাণে রপ্তানির প্রত্যাশা করা হচ্ছে ত উল্লেখ করুণ (প্রতি পণ্যের এফ,ও,বি মূল্যসহ):

'ঙ' - বিভাগ

অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা

২২। আপনার প্রস্তাবিত উৎপাদিত পণ্যের অনুকুলে অর্থনৈতিক যোক্তিকতা উল্লেখ করুণঃ

২৩। পরিবেশ ছাড়পত্র বিষয়ক বিবরণ :

২৪। অন্য যে কোন তথ্য, যদি থাকে :

২৫। উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাগণের দস্তখত ও বর্তমান ঠিকানা :

নাম ঠিকানা দস্তখত

উদ্যোক্তা/পরিচালকবৃন্দের পরিসম্পদ ও দায় বিবরণী ফরম-১

(প্রতি ব্যক্তির জন্য পৃথক সীট পূরণ ও সহি করতে হবে)।

নাম .....ঠিকানা .... পিতা/স্বামীর নাম..... ..... মাতার নাম .....

ক) সম্পত্তি ও পরিসম্পদের নাম

০১. অস্থাবর সম্পত্তি (শহুরে/গ্রামীণ সম্পত্তি উল্লেখ করুন) :

(অ) ভূমি :

অবস্থান	ভূমির বিবরণ (প্লট নং,খতিয়ান নং, মৌজা নং,পরিমান	বর্তমান বাজার মূল্য (সহস্র টাকায়)	দায়ভার (বন্ধক, হাইপথেকেশন) যদি থাকে

(আ) দালান-কোঠা :

অবস্থান	বিবরণ(প্লট নং,খতিয়ান নং, মৌজা নং,প্লিন্থ এলাকার পরিমান	নির্মাণের ধরন (বৈশিষ্ট্য) ও বৎসর	বাজার মূল্য (সহস্র টাকায়)	দায়ভার (যদি থাকে)

চলমান -০১

(ই) কারখানা,যদি থাকে :

অবস্থান	পরিসম্পদ এর প্রকৃতি(কারখানা ভূমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি এবং অন্য কিছুর আকারে)	বর্তমান বাজার মূল্য (সহস্র টাকায়)	দায়ভার (যদি থাকে)

বিনিয়োগ/স্বত্ব :

(অ) দেশের অভ্যন্তরে :

(ক) নিম্নলিখিত ব্যবসায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অংশের বিবরণ :

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ব্যবসার প্রকৃতি/ধরন	প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বত্বাধিকারী/ পরিচালক/ অংশীদার হিসাবে জড়িত	স্বত্বের পরিমান(%)	মূল্য (সহস্র টাকায়)	দায়ভার (যদি থাকে)

খ) মাত্র .....টাকার (ক্রয় মূল্য) জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য জামানত/নিরাপত্তা ধরণ।

(আ) দেশের বাহিরে :

(ক) নিম্নলিখিত ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠানে অংশের বিবরণ :

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ব্যবসার প্রকৃতি/ধরন	প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বত্বাধিকারী/ পরিচালক/ অংশীদার হিসাবে জড়িত	স্বত্বের পরিমান(%)	মূল্য (সহস্র টাকায়)	দায়ভার (যদি থাকে)

খ) মাত্র .....টাকার সমমূল্যে জামানত ধারণ।

চলমান -০২

৩। নগদ ও ব্যাংক স্থিতি (সুদসহ) :

ক) দেশের অভ্যন্তরে :

খ) দেশের বাহিরে :

৪। অন্যান্য পরিসম্পদ উল্লেখ করুন :

মোট পরিসম্পদঃ (১+২+৩+৪): টাকা-

খ) দায়-দায়িত্ব :

১. ঋণ গ্রহণ :

অ) স্থানীয় এজেন্সি/প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট :

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরিমান	বর্তমান মোট বকেয়ার পরিমাণ	বর্তমান খেলাপী ঋণের পরিমাণ	প্রদত্ত জামানতের প্রকৃতি, মূল্যে ও বিবরণ

আ) আর্ন্তজাতিক সংস্থা অথবা ঋণদাতা এজেন্সি এবং দেশের বাহিরে কোন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত ঋণ,যদি থাকে :

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরিমান	বর্তমান মোট বকেয়ার পরিমাণ	প্রদত্ত জামানতের প্রকৃতি, মূল্য ও বিবরণ

চলমান -০৩

২) অন্যান্য দায়-দায়িত্ব (উল্লেখ করুণ): টাকা-.....
মোট দায় : টাকা- .....

গ) <u>ব্যক্তিগত ক্ষমতায় গ্যারান্টি দান, যদি থাকে</u>।

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, আমার জানা মতে উপরে প্রদত্ত বিবরণাদি সঠিক ও সত্য ।

উদ্যোক্তা/পরিচালক দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত হতে হবে।

স্থান : .....

তারিখ : .....

স্বাক্ষর :

উদ্যোক্তা/উদ্যোক্তাদের ব্যাংককে লিখতে হবে
এমন একটি পত্রের নমুনা/ফরম-২

তারিখ :

ব্যবস্থাপক,
.....
.....
.....
.....
.....।

(এই স্থানে ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা এবং হিসাব নং উল্লেখ করতে হবে)

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা .....ব্যাংক ..... শাখার আর্থিক সাহায্য (ঋণ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছি বিধায় আমি/আমরা ..... ব্যাংক ..... শাখার সাথে আপনাকে আমার/আমাদিগের সম্পর্কে এবং অথবা তৎ-সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার এবং .....ব্যাংক ..... শাখার প্রয়োজনে আপনার জ্ঞাতে যে কোন তথ্য আপনার নিকট যথার্থ প্রতীয়মান হয় এমন যে কোন তথ্য তাদের নিকট প্রকাশ করবার সম্পূর্ণ অধিকার/কর্তৃত্ব অর্পণ করলাম।

আপনার বিশ্বস্ত,

বিঃ দ্রঃ প্রতিটি ব্যাংকে ভিন্ন ভিন্ন পত্র প্রেরণ করতে হবে এবং তাদের প্রাপ্তি স্বীকার উল্লেখপূর্বক একখানা কপি আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

উদ্যোক্তা/পরিচালকদের জীবন বৃত্তান্ত ফরম-৩

(প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে যথাযথ পূরণ এবং সহি করে জমা দিতে হবে)

০১। নাম :

০২। পিতা/স্বামীর নাম :

০৩। মাতার নাম :

০৪। ঠিকানা :

ক) বর্তমান-

খ) স্থায়ী-

ছবি

চার কপি

০৫। জাতীয়তা : জন্ম স্থান :

০৬। জন্ম তারিখ : বয়স :

০৭। জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর :

০৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা :

০৯। কারিগরি/অন্যান্য যোগ্যতা :

১০। পেশাগত যোগ্যতা(যদি থাকে) :

১১। বিগত ৫(পাঁচ) বৎসরের মধ্যে ঋণ সংক্রান্ত যে সকল দেওয়ানী মামলার সার্টিফিকেট, নোটিশ অথবা লিগ্যাল নোটিশ পেয়েছেন এরূপ কোন ঘটনায় জড়িত ছিলেন তার বিবরণ দিন। কোন ফৌজদারী মামলার আসামী হয়েছিলেন অথবা দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকলেও তাহার বিবরণ দিন।

১২। ব্যবসা এবং শিল্প বিষয়ক অতীত অভিজ্ঞতা :

(ক) কি ধরণের ব্যবসায় পরিচালনা করেছেন- ব্যবসায় কি পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত ছিল/আছে। বার্ষিক গড় টার্নওভার এবং বিভিন্ন ধরণের কত সংখ্যক জনশক্তি নিয়োজিত ছিল/আছে- এসব উল্লেখপূর্বক তা বর্ণনা করুন।

চলমান - ০২

(খ) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকলে আপনার/আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের উল্লেখ করে তার বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোর কথা বর্ণনা করুন।

(গ) অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্য (যদি থাকে) :

ঘোষণা

আমি/আমরা এ মর্মে ঘোষণা করছি যে,

(ক) আমি/আমরা বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক।

(খ) আমি/আমরা নাবালক নই।

(গ) আমি নিজে বা আমার স্বামী/স্ত্রী কোন সরকারী/আধা-সরকারি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত নই।

(ঘ) শিল্প ব্যাংক/শিল্প ঋণ সংস্থা/রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অর্থ লগ্নীকৃত প্রস্তাবিত বা বাস্তবায়িত কোন প্রকল্পের সাথে আমি/আমরা জড়িত নই শুধুমাত্র ফরম-১ এ ঘোষিত প্রকল্প ব্যতিরেকে।

(ঙ) আমার জানা মতে উপরে বর্ণিত বিবরণাদি সত্য ও সঠিক।

(চ) আমি/আমরা এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এ আবেদন পত্রের সাথে দাখিলকৃত সমূদয় তথ্য/বিবরণ ও দলিলাদি সঠিক ও সত্য। আরও সত্য ও কাগজপত্র বিসিকের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে দাখিল করার অঙ্গীকার করছি।

স্থান .....

উদ্যোক্তা/পরিচালকের সহি

তারিখ .....

চলমান -০৩

এফিডেভিট (হলফনামা) ফরম-৪

০১। আমি/আমরা এতদ্বারা এ মর্মে হলফ করে ঘোষণা করছি যে, কোন/নিম্মোক্ত ব্যাংক/অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে আমার/আমাদের নামে অথবা আমার/আমাদের স্বার্থ রয়েছে এমন কোন কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের নামে কোন আর্থিক দায় নেই।

ঋণ গ্রহীতার নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর	ব্যাংক/অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি	ঋণের নিরাপত্তাসমূহের বিশদ বিবরণ

স্থান .....

তারিখ .....

উদ্যোক্তা/পরিচালকের সহি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচি'র

(কুটির শিল্পের ঋণ আবেদন পত্র)

দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ : ঋণের নং :

ছবি

০১। দরখাস্তকারীর পূর্ণ বিবরণ :

ক) নাম :

খ) পিতা/স্বামীর নাম :

গ) মাতার নাম :

ঘ) ঠিকানা :

ক) বর্তমান ঠিকানা :

গ্রাম/মহল্লা/হাউজ নং : ডাকঘর :

রোড নং :

উপজেলা/থানা : জেলা :

খ) স্থায়ী ঠিকানা :

গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :

উপজেলা/থানা : জেলা :

টেলিফোন নং : মোবাইল নং :

ই-মেইল নং : জাতীয় পরিচয়পত্র নং :

ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

চ) প্রশিক্ষণের বিবরণ :

ছ) বয়স :

জ) ধর্ম/বর্ণ :

ঝ) জাতীয়তা :

ঞ) বর্তমান পেশা :

ট) অভিজ্ঞতা :

০২। শিল্পের বিবরণ :

ক) শিল্পের নাম ও অবস্থান :

খ) শিল্পের খাত/উপখাত :

গ) শিল্পের অবস্থা : স্থাপিত/প্রস্তাবিত-

০৩। প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয় :

ক) স্থায়ী :

১. জমি টা :

২. কারখানা গৃহ টা :

৩. যন্ত্রপাতি টা :

৪. অন্যান্য টা :

খ) চলতি মূলধন টা :

গ) মোট টা :

চলমান -০২

০৪। প্রার্থিত ঋণের পরিমাণ :

ক) স্থায়ী মূলধন টাঃ

খ) চলতি মূলধন টাঃ

গ) মোট ঋণের পরিমাণ টাঃ

০৫। ঋণের ব্যবহার :

ক) স্থায়ী মূলধন ঋণ :

১. কারখানা গৃহ টাঃ

২. যন্ত্রপাতি টাঃ

৩. অন্যান্য টাঃ

খ) চলতি মূলধন : টাঃ

গ) মোট টাঃ

০৬। উদ্যোক্তার নিজস্ব বিনিয়োগ :

ক) জমি :

১. পরিমাণ :.....কাঠা/শতাংশ টাঃ

২. পজেশন ক্রয়/ভাড়াকৃত টাঃ

খ) কারখানা গৃহ টাঃ

গ) যন্ত্রপাতি টাঃ

ঘ) অন্যান্য টাঃ

ঙ) মোট স্থায়ী বিনিয়োগ টাঃ

চ) চলতি মূলধন টাঃ

ছ) মোট নিজস্ব বিনিয়োগ টাঃ

০৭। শিল্পের/ব্যবসায়ের অবস্থান/ঠিকানা :

ক) মৌজার নাম :

খ) জে,এল নং :

গ) খতিয়ান নং :

ঘ) দাগ নং :

ঙ) পূর্ণ ঠিকানা(গ্রাম/মহল্লা, রোড,
উপজেলা, জেলা) :

০৮। উৎপাদিত পণ্য/ব্যবসায় ব্যবহৃত পণ্যের বিবরণ (মাসিক/বার্ষিক):

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য (ব্যবসার দর অনুসারে)

চলমান -০৩

০৯। ব্যবসা হতে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ (বিক্রয় লব্ধ) টাঃ

১০। <u>পণ্য উৎপাদনে খরচের বিবরণ</u> :

ক) কাঁচামাল টাঃ

খ) শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের মজুরী/বেতনাদি টাঃ

গ) বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি ও অন্যান্য টাঃ

ঘ) কারখানা গৃহ ও যন্ত্রপাতির অপচয়জনিত খরচ টাঃ

ঙ) অন্যান্য টাঃ

চ) মোট খরচ টাঃ

১১। ব্যবসা হতে নীট লাভ টাঃ

১২। বিনিয়োগের উপর লাভের হার টাঃ

১৩। আর্থিক দেনা :

ক্রমিক নং	কাহার নিকট দেনা	ঋণের পরিমাণ ও গ্রহনের তারিখ	বর্তমানে অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য

১৪। <u>স্বীকারোক্তি/অংগীকারপত্র</u> :

ক) আমি .....বর্তমানে বার্ষিক শতকরা ..... টাকা হার সুদে ঋণ গ্রহণ করবার জন্য দরখাস্ত করছি। ঋণ গ্রহণপূর্বক আমি যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করছি সেই কাজই করব। ঋণ কর্মসূচির যাবতীয় নিয়মকানুন আমি মেনে চলব, বিসিকের নির্দেশনাবলী (বর্তমানে ও ভবিষ্যতে পরিবর্তনীয়) মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

খ) ঋণের দরখাস্তে বর্ণিত যাবতীয় তথ্য আমার জ্ঞান মতে সম্পূর্ন সত্য। আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এবং অন্য কারো বিনা প্ররোচনায় একান্ত নিজস্ব উৎপাদন/উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে ঋণ গ্রহণের জন্য অত্র দরখাস্ত করছি।

গ) আমার দরখাস্তে বর্ণিত যে কোন তথ্য ভবিষ্যতে মিথ্যা, বানোয়াট বা প্রতারণা বলে প্রমাণিত হলে তা সরকারি আদেশের ২৯ ধারাতে জারীকৃত জেল/জরিমানা উপলব্ধি করে হলফনামা দিচ্ছি যে, দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে এবং এ বিষয়ে বিসিকের নির্দিষ্ট ধারা মোতাবেক জেল ও জরিমানা উভয়বিধি শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য থাকব।

চলমান -০৪

ঘ) আমি দরখাস্তকারী এ মর্মে স্বীকারোক্তি করছি যে, প্রাপ্ত ঋণ দ্বারা লব্ধ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, বিসিকে বন্ধক থাকবে।

ঙ) সুদসহ ঋণের কিস্তি পরিশোধে অপারগ হলে অথবা ঋণ কর্মসূচীর নিয়মের পরিপন্থী কোন কাজ করলে বিসিক/ব্যাংক যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।

১৫। অত্র দরখাস্তে যাবতীয় তথ্য লিখবার পর নিজে পড়ে বা অন্যের মারফতে পড়িয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি করত একান্ত স্বেচ্ছায় এবং কারো বিনা প্ররোচনায় সহি/টিপ সম্পাদন করলাম।

স্থান :

তারিখ :

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

নাম :

ঠিকানা :

স্বাক্ষীগণ :

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

বিঃদ্রঃ দরখাস্তের সংগে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে: ক) ছবি, খ) জাতীয় পরিচয়পত্র গ) চরিত্রগত সনদপত্র, ঘ) যন্ত্রপাতির দরপত্র, ঙ) প্রকল্পের জমির স্বত্বাধিকারী সংক্রান্ত সনদপত্র/ভাড়ার চুক্তিপত্র, (প্রত্যেকটি বিষয়ের ৩কপি করে সংযুক্ত করতে হবে- ফটোকপি সত্যায়িত হতে হবে)

(দ্বিতীয় অংশ)

"কুটির শিল্পের মূল্যায়ন ও ঋণ মঞ্জুরি ছক"

০১। প্রকল্পের জন্য মোট মূলধনের পরিমাণ বিবরণ :

ক) স্থায়ী মূলধন-(যন্ত্রপাতি এবং আনুষংগিক উপকরণ বা প্রকল্পের স্থায়ী মূলধন হিসাবে বিবেচিত হবে তার বিবরণ) :

ক্রঃ নং	উপকরণের বিবরণ	নিজস্ব		ঋণ		মোট বিনিয়োগ টাকা
		বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	

ক) স্থায়ী মূলধন :

০১. জমি

০২. কারখানা ঘর

০৩. যন্ত্রপাতি (তালিকা সংযুক্ত)

০৪. অন্যান্য (আসবাবপত্রসহ

উপমোট :

খ) চলতি মূলধন(টাকায়):

০১. কাঁচামাল-(১ মাসের)

০২. জনশক্তি-(১ মাসের)

০৩. অন্যান্য নগদ খরচ, পরিবহন, জ্বালানী ইত্যাদি (১ মাসের)

উপমোট :

সর্বমোট মূলধন (ক + খ)

০২। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণের পরিকল্পনা :

ক) উৎপাদিত পণ্যের সবটাই স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যাবে/যাবে না :

খ) যদি স্থানীয় বাজারে বিক্রয় না হয় তবে কোথায় বিক্রয় করা হবে :

০৩। বার্ষিক বিক্রয় মূল্য/আয় :

উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ :

ক্র নং	পণ্যের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট বিক্রয় মূল্য (বার্ষিক)
০১.				
০২.				
০৩.				
			মোট :	

০৪। কাঁচামালের বিবরণ :

ক্রঃ নং	নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য (বার্ষিক)
০১.				
০২.				
০৩.				

০৫। জনশক্তির বিবরণ :

ক্র নং	জনশক্তি	সংখ্যা	মাসিক পারিশ্রমিকের হার	বার্ষিক মোট পারিশ্রমিক
০১.	দক্ষ			
০২.	আধাদক্ষ			
০৩.	অদক্ষ/অন্যান্য			
			মোট	

চলমান -০২

০৬। মোট উৎপাদন খরচ (বার্ষিক) :

ক্রঃ নং	খরচের খাত	টাকা	ক্রঃ নং	খরচের খাত	টাকা
ক)	কাঁচামাল		ঘ)	বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস	
খ)	জনশক্তি		ঙ)	অবচয় (ঘর,মেশিন,অন্যান্য)	
গ)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		চ)	অন্যান্য খরচ	
	মোট উৎপাদন খরচ (ক হতে চ পর্যন্ত) =				টাকা

০৭। মূল্যায়নকৃত প্রকল্পের লাভ/লোকসান এর হিসাব :

ক) বিক্রয় মূল্যঃ

খ) মোট উৎপাদন খরচঃ

গ) সুদ পূর্ব লাভ (ক - খ):

ঘ) সুদ :

ঙ) নীট লাভ (গ - ঘ):

চ) মোট বিনিয়োগের উপর লাভের হার (%):

০৮। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পর্কে কমিটির মতামত/সুপারিশ
(কারিগরী,আর্থিক/অর্থনৈতিক,বিপণন,ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বিষয়ে):

০৯। সুপারিশকৃত ঋণের পরিমাণ :

খাত সমূহঃ

স্থায়ী মূলধন :

চলতি মূলধন :

মোট ঋণ :

১০। প্রকল্প মূল্যায়নকারী ও ঋণ সুপারিশকারী কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরঃ

ক্রঃ নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
০১.		
০২.		
০৩.		

১১। মঞ্জুরিকৃত ঋণের পরিমাণঃ স্থায়ী মূলধনঃ টাঃ ..... (কথায়)

চলতি মূলধনঃ টাঃ ..... (কথায়)

মোটঃ টাঃ ..... (কথায়)

ঋণ মঞ্জুরকারী/জেলা কার্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০।

ঋণ আবেদন পত্রের সহিত দাখিলযোগ্য সত্যায়িত কাগজ পত্রের তালিকা (চেক লিস্ট)

০১।	ঋণের দরখাস্ত/আবেদন পত্র	- ২ কপি
০২।	দরখাস্তকারীর নাগরিকত্বের সনদ পত্রের ফটোকপি	- ২ কপি
০৩।	পাসপোর্ট সাইজ ছবি (সত্যায়িত)	- ২ কপি
০৪।	জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	- ১ কপি
০৫।	প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির দরপত্র (তিন জন সরবরাহকারীর নিকট হতে প্রতিটি ৩ কপি করে)	- ২ টি দরপত্র
০৬।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র (ব্যাংক সল্ভেন্সি সার্টিফিকেট	- ২ কপি
০৭।	কারখানা রেজিস্ট্রেশন/স্বীকৃতি পত্রের অনুলিপি	- ২ কপি
০৮।	ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- ২ কপি
০৯।	দালানের নকশা	- ২ কপি
১০।	যন্ত্রপাতির লে-আউট প্লান (উভয় পক্ষের দস্তখত থাকতে হবে)	
১১।	০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তিপত্রের ফটোকপি (কারখানা ভাড়াকৃত হলে)	- ২ কপি
১২।	কারখানার জমির দলিল পত্রের (নিজস্ব জমি হলে) ফটোষ্ট্যাট কপি	- ২ কপি
১৩।	বায়োডাটা/উদ্যোক্তার জীবন বৃত্তান্ত	- ২ কপি
১৪।	অন্য কোথাও হতে ঋণ গ্রহন করেননি এ মর্মে নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অংগীকারনামা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	- ২ কপি
১৫।	বিদ্যমান শিল্প ইউনিটের ক্ষেত্রে গত ৩ বৎসরের লাভ-লোকসানের বার্ষিক বিবরণী	- ২ কপি
১৬।	বিদ্যমান যন্ত্রপাতির ক্যাশ মেমো (পাওয়া না গেলে নিজস্ব প্যাডে বিবরণ ও মূল্যসহ ঘোষণা পত্র)	
১৭।	তফশিলী ব্যাংকে হিসাব থাকতে হবে।	
১৮।	অংশীদারী দলিল বা মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যাল অব এসোসিয়েশন (কোম্পানির বেলায়)	- ২ কপি

ঋণ মঞ্জুরির পর জামানতী দলিলাদি সম্পাদন করার সময়
উদ্যোক্তাকে নিম্নবর্ণিত মুল দলিলপত্রাদি পেশ করতে হবে।

০১। জমি/বাড়ির মূল দলিল এবং বায়া দলিল।
০২। খারিজী খতিয়ান, ডি,সি,আর খাজনার দাখিলা (হাল সনের)
০৩। জমি/বাড়ীর মূল্যায়ন সনদপত্র।
০৪। সি এস, আর,এস এবং এস,এ খতিয়ান।
০৫। ব্যাক্তিগত জামিনের বেলায় জামিনদারের আর্থিক স্বচ্ছলতার/ সম্পদের সনদপত্র।
০৬। ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত দরপত্র।
০৭। নামজারি পত্র।
০৮। বন্ধকী সম্পত্তির নকশার কপি।

ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৫

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ঋণ আবেদনপত্র প্রাপ্তির রশিদ।

অদ্য .....খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ..... জনাব .....মালিক মেসার্স.....

ঠিকানা .....এর নিকট হতে নিম্ন বর্ণিত কাগজপত্র সহ একখানা ঋণ আবেদন পত্র গ্রহন করা হল :

দাখিলকৃত কাগজ পত্রের বর্ণনা :

০১।
০২।
০৩।
০৪।
০৫।
০৬।
০৭।
০৮।
০৯।
১০।

গ্রহণকারী কর্মকর্তা

ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৬

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ঋণ মঞ্জুরি পত্র

(ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য)

স্মারক নং তারিখঃ .....

প্রতি-.....
মেসার্স.....
.....
.....।

বিষয়ঃ ঋণ মঞ্জুরি পত্র ।

সূত্র : আপনার আবেদন পত্র নং .....তারিখ .....।

প্রিয় মহোদয়,

সূত্রে উল্লিখিত ঋণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) আপনার অনুকুলে টাঃ.....(কথায়).....) অত্র ঋণ মঞ্জুরি পত্রের ২য় অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদ্দেশ্যে এবং ৩য় অনুচ্ছেদ হতে বর্ণিত শর্তে ঋণ মঞ্জুরি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন-

২। ক) **স্থায়ী মূলধন ঋণ (যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য) :** টাঃ .....
(কথায়).....

খ) **চলতি মূলধন ঋণ :** টাঃ .....
(কথায়).....
মোট টাঃ .....

৩। **শর্তাবলী :**

ক) আপনার কারখানার অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণের উপর শতকরা ৩০% হারে ইকুইটি বাবদ টাঃ .....
(কথায়).....ঋণ প্রদানের পূর্বে আপনার নিজস্ব তহবিল হতে বিনিয়োগ করতে হবে। ইকুইটির পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাণের কম হলে বিসিক হিসাবে নগদ জমা করতে হবে। যা পরবর্তীতে বিনিয়োগের জন্য ফেরত প্রদান করা হবে।

৪। **ঋণ পরিশোধের সময় :**

ক) স্থায়ী ও চলতি মূলধন ঋণ : উভয় ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসর ।

চলমান -০২

৫। **<u>সুদের হার</u> :**

স্থায়ী মূলধন ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ উভয় ক্ষেত্রে সুদের হার ৪% সরল সুদ আরোপ করা হবে। রেয়াতী সময়ের সুদ সমান ভাগে ভাগ করে তা কিস্তিসমূহের সাথে যোগ করে আদায় করা হবে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলে ১০% হারে সুদ আদায় করতে হবে।

৬। **<u>ঋণ বিতরণের পূর্বে করনীয় শর্তাবলী</u> :**

ক) কারখানার জমি ও কারখানা গৃহ (বর্তমান/প্রস্তাবিত) জমি ইকুইটেবল (পক্ষপাত) বন্ধক দিতে হবে।

খ) যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হাইপোথিকেশন এগ্রিমেন্ট (বন্ধকী চুক্তিপত্র) সম্পাদন করতে হবে।

গ) প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির হায়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট (ধারে ক্রয় চুক্তিপত্র) সম্পাদন করতে হবে।

ঘ) কারখানার কাঁচামালের বন্ধকী দলিল সম্পাদন করতে হবে।

ঙ) কারখানা ভাড়াগৃহে অবস্থিত হলে ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব বা জামিনদারের স্থাবর সম্পত্তি, জমিন/গৃহ/দালান (পৌর সভার অধীনে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি অগ্রগণ্য) অতিরিক্ত জামানত হিসেবে বন্ধক দিতে হবে।

চ) বিসিকের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন সুপরিচিত এবং সম্পদশালী ব্যক্তির নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ব্যক্তিগত জামিনদার নিতে হবে।

ছ) ডি,পি নোট সম্পাদন করে দিতে হবে।

জ) বিসিক লোন রেগুলেশনের ৮নং ধারা অনুযায়ী অংগীকার পত্র দিতে হবে।

ঝ) অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করেনি এ মর্মে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হলফনামা দাখিল করতে হবে।

ঞ) কারখানার স্থায়ী সম্পদ ছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তি অতিরিক্ত জামানত হিসেবে বন্ধক দিতে হবে।

ট) কারখানার স্থায়ী সম্পদ যা বন্ধক দেয়া হবে তা বিসিক এবং ঋণ গ্রহীতার যুগ্ম নামে চুরি, ডাকাতি সাইক্লোন, বন্যা, ধর্মঘট, আগুন প্রভৃতির জন্য ঋণ গ্রহীতার নিজ খরচে বিমা করতে হবে। বিমাপত্র নবায়ন করতে অপারগ হলে বিসিক এটি নবায়ন করে খরচ ঋণ গ্রহীতার হিসেবে ডেবিট করে দিবে।

৭। **<u>অন্যান্য শর্তাবলী</u> :**

ক) বৈদেশিক মুদ্রায় মেশিন ক্রয় করবার জন্য নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েজ আর্নার স্কিম এ ব্যাংকের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক শর্তাবলী পূরন করে ঋণ পত্র খুলতে হবে।

* স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র দাতার নামে এসি পেইয়ী চেক প্রদান করা হবে

খ) স্থায়ী/ চলতি মূলধন বাবদ .....টাকা ০২ (দুই) বৎসরে পরিশোধ করতে হবে।

গ) কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত না হয়ে প্রাইভেট লিমিটেড কোং হলে জয়েন্ট স্টক কোং হতে রেজিস্ট্রি করনের প্রত্যয়ন পত্র ঋণের দলিল সম্পাদন করবার পূর্বে দাখিল করতে হবে।

ঘ) জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর ১০১ নং-ধারা মতে রেজিস্ট্রিভূক্ত করে আর্টিক্যাল এন্ড মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং রেজিস্টারের প্রত্যয়ন পত্র ইত্যাদি ঋণের দলিল সম্পাদন করবার পূর্বে দাখিল করতে হবে।

ঙ) কারখানা অংশীদারী মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলে রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী দলিল/চুক্তিনামা পেশ করতে হবে।

চলমান -০৩

চ) স্থাবর সম্পত্তির মূল দলিলাদি, খাজনার দাখিলা, নামজারীসহ পরচা, সম্পত্তি অন্য কোনভাবে হস্তান্তরিত হয়নি এ মর্মে প্রত্যয়ন পত্র, পক্ষপাত শূন্য (ইকুইটেবল) বন্ধক দেয়ার জন্য অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

ছ) যদি কারখানা ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত থাকে তা হলে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর কিংবা ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উচ্ছেদ করা হবে না মর্মে মালিকের নিকট হতে একটি অংগীকার পত্র দিতে হবে।

জ) বর্তমান যন্ত্রপাতির ক্যাশ মেমো/বিল/ভাউচার/বিবরণ পূর্ণ কপি দাখিল করতে হবে।

ঝ) স্থানীয় ভাবে ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত মেশিনারীর তথ্য সহ তিনটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে তাদের নিজস্ব প্যাডে ইনভয়েজ/কোটেশন দাখিল করতে হবে।

ঞ) আমদানীতব্য প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দেশের নাম ও প্রস্তুতকারীর নাম উল্লেখপূর্বক তিনটি তুলনামূলক ইনভয়েজ/কোটেশন তিনজন সরবরাহকারীর নিকট হতে দাখিল করতে হবে।

ট) ঋণ গ্রহীতাকে/কারখানার ব্যবস্থাপককে বিসিক হতে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

ঠ) যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাবদ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলী যদি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তা হলে উহা অত্র সংস্থাকে লিখিতভাবে জানাবেন এবং পরবর্তী .....দিনের মধ্যে যাবতীয় দলিল/চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন।

প্রকাশ থাকে যে, উপর্যুক্ত শর্তাবলী পরিবর্তন/পরিবর্ধন/বাতিল করবার ক্ষমতা বিসিক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

তফসিল - 'ক'

কারখানায় স্থাপিত/প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতির বিবরণ :

স্বাক্ষর .....
(সীল)

অনুলিপি :
০১। পরিচালক(উঃ ও সঃ), বিসিক, ঢাকা।
০২। পরিচালক (অর্থ),বিসিক, ঢাকা।
০৩। নিয়ন্ত্রক(হিসাব ও অর্থ), বিসিক, ঢাকা।
০৪। আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক,.....।
০৫। ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন বিভাগ, বিসিক, ঢাকা।
০৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিসিক, ঢাকা।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন(বিসিক)

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা- ১০০০।

ঋণ মঞ্জুরি পত্র

(কুটির শিল্পের জন্য)

(কুটির শিল্পে অনুর্ধ্ব ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা ঋণের ক্ষেত্রে)
প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজন, বিয়োজন করা যেতে পারে।

স্মারক নং- তারিখ :

মেসার্স .....
প্রোঃ .....
.....
.....।

বিষয় : ঋণ মঞ্জুরি পত্র ।

সূত্র : আপনার ঋণ আবেদন পত্র নং....., তারিখ.....।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর প্রণোদনা প্যাকেজ ঋণ কর্মসূচির আওতায় ..... বিসিক জেলা কার্যালয় কর্তৃক আপনার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আপনাকে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে স্থায়ী মূলধন খাতে ..... এবং চলতি মূলধন খাতে..... মোট ..... (কথায়.....) টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হল।

শর্তাবলী :

০১. **ইকুইটি :**

মোট প্রকল্প ব্যয়ের অন্যূন ৩০% .....টাকা ইকুইটি হিসেবে আপনার নিজস্ব তহবিল হতে বিনিয়োগ করতে হইবে(কারখানা ঘর, যন্ত্রপাতি ও আনুসংগিক স্থায়ী বিনিয়োগ ইকুইটি হিসাবে গণ্য হবে)।

০২. **ঋণ পরিশোধের সময়সীমা :**

ক) স্থায়ী মূলধন ঋণ : ৬মাস রেয়াতী সময়সহ সমান ১৮ (আঠার) কিস্তিতে ২ (দুই) বৎসরে পরিশোধযোগ্য।

খ) চলতি মূলধন ঋণ : ৬মাস রেয়াতী সময়সহ সমান ১৮ (আঠার) কিস্তিতে ২ (দুই) বৎসরে পরিশোধযোগ্য।

০৩. **সুদের হার :**

ক) স্থায়ী মূলধন ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণ উভয় ক্ষেত্রে ৪% সরল সুদ আরোপ করা হবে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলে ১০% সুদ আদায় করতে হবে।

খ) রেয়াতী সময়ের সুদ সমানভাগে ভাগ করে কিস্তিসমূহের সাথে যোগ করে আদায় করতে হবে।

গ) ঋণের সুদের হার বিসিক সরকারি নিয়মনীতির আলোকে পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

চলমান -০২

০৪. ক) আপনার অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণের পূর্বে .....টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে যথাসময়ে সুদসহ ঋণ পরিশোধের ঋণ প্রবিধানমালার ৮নং ধারা মোতাবেক ব্যক্তিগত অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

খ) কার্টিজ পেপারে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা রেভিনিউ স্ট্যাম্প সম্বলিত ডিপি (ডিমান্ড প্রমিজারি) নোট সম্পাদন করতে হবে।

গ) বিসিকের নিকট সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য (সরকারি চাকুরিজীবী অগ্রাধিকারপ্রাপ্য) ৩য় পক্ষ জামিনদার কর্তৃক ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে আপনি গৃহীত ঋণ সুদসহ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সমূদয় পাওনা টাকা পরিশোধের অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে। আপনার অনুকুলে ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণের সমপরিমাণ মূল দলিল বিসিকের হেফাজতে জমা প্রদান করতে হবে, যা ঋণ পরিশোধান্তে ফেরতযোগ্য এবং অথবা সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/জেলা সদরের ক্ষেত্রে জামিনদারের হোল্ডিং এর স্বপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

ঘ) কারখানা ঘর ভাড়াকৃত হলে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অন্যূন ০২ (দুই) বৎসরের ভাড়ার চুক্তিনামা দাখিল করতে হবে।

ঙ) অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করেননি এ মর্মে ৩০০/-(তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে হলফনামা দাখিল করতে হবে।

চ) বিসিকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রকল্পের কোন সম্পদ/আসবাবপত্র/যন্ত্রপাতি বা এর অংশ বিশেষ বিক্রয়, স্থানান্তর, অপসারণ, ভাড়া প্রদান করতে পারবেন না। মেরামত বা অন্য কোন জুরুরি কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়লে তা আপনার নিজ খরচ ও দায়িত্বে সম্পাদন করতে হবে।

ছ) প্রদত্ত ঋণের সুরক্ষার প্রয়োজনে প্রযোজ্য অন্যান্য চুক্তিনামা (হায়ার পারচেজ/হাইপথিকেশন) ও দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে।

জ) এ ঋণ মঞ্জুরিপত্রে বর্ণিত শর্তাবলী পরিবর্তন/পরিবর্ধন এব তা বাতিল করার সর্বময় ক্ষমতা বিসিক কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

উপর্যুক্ত শর্তাবলী যদি আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় তা হলে লিখিত সম্মতি প্রদান করে আগামী ..... তারিখের মধ্যে অত্র কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় কাগজ ও দলিলাদি সম্পাদন করবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

অনুলিপি :

০১। পরিচালক(অর্থ), বিসিক, ঢাকা।
০২। নিয়ন্ত্রক(হিসাব ও অর্থ), বিসিক, ঢাকা।
০৩। আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, বিসিক,.....।
০৪। ব্যবস্থাপক, ঋণ প্রশাসন বিভাগ, বিসিক, ঢাকা।
০৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষক,জেলা কার্যালয়, বিসিক, ...।
০৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিসিক, ঢাকা।
০৭। পরিচালক(উঃ ও সঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিসিক, ঢাকা।
০৮। অফিস নথি।

ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৭

(৫০/- মূল্যমানের রেভিনিউ স্ট্যাম্পে সম্পাদন করতে হবে)

ডিমান্ড প্রমিজারি নোট

টাকা (স্থায়ী/চলতি মূলধন) ..... তারিখ .....

চাহিবামাত্র আমি ..... পিতা .....

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/মহল্লা .....পোঃ .....

উপজেলা ..... জেলা .....

বর্তমান ঠিকানা: ..... গ্রাম/মহল্লা/রোড/বাড়ি নং .....

পোঃ ..... উপজেলা .....

জেলা .....মালিক/অংশীদার মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা সদস্য, মেসার্স

..... অবস্থান .....

উপজেলা ..... জেলা .....

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), ১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকাকে টাকা (অংকে)

..... (কথায়) .....শতকরা .....

টাকা হারে সুদ (যা বাৎসরিক ভিত্তিতে হিসাব করা হবে) সুদসহ পরিশোধ করার অংগীকার করছি।

স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অদ্য .....ইং তারিখে ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর সম্পাদিত হল।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর-(রেভিনিউ স্ট্যাম্প)
নাম-
ঠিকানা-
সীল-

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

ফরম নং-বিসিক ঋণ/০৮

অন্য কোন সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করা
হয়নি এ মর্মে উদ্যোক্তার ঘোষণা পত্র।

(কার্টিজ পেপারে সম্পাদন করতে হবে)

হলফ নামা

আমি ..... পিতা .....

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম .....ডাকঘর .....

উপজেলা .....জেলা .....

বর্তমান ঠিকানা .....ডাকঘর .....

থানা/উপজেলা.....জেলা..... স্বত্বাধিকারী-

মেসার্স ..... ঠিকানা .....

ডাকঘর..... থানা/উপজেলা .....

জেলা ..... এতদ্বারা হলফ করে বলছি যে, আমি এ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা এর জমি/ঘর বন্ধক রেখে বা আমার মালিকানাধীন অন্য কোনো স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি জামানতের বিপরীতে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে ঋণ গ্রহন করেনি বা করবার চুক্তিবদ্ধ হইনি। যদি আমার এ ঘোষণা মিথ্যা প্রমানিত হয় তবে আমি এককভাবে এর জন্য দায়ী থাকব এবং দেশের প্রচলিত আইনে যে কোন শাস্তি/ দন্ড মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর-

সনাক্তকারীর স্বাক্ষর

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

জামিনদারের অঙ্গীকারনামা/সিউরিটি বন্ড

(৩০০/- টাকা মুল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প)

আমি .....পিতা/স্বামী .....
মাতা.....স্থায়ী ঠিকানা: জেলা.....
উপজেলা/থানা.....ডাকঘর.....গ্রাম/মহল্লা/হোল্ডিং/বাড়ি নং.....
বর্তমান ঠিকানা: জেলা.....উপজেলা/থানা..... ডাকঘর.....
গ্রাম/মহল্লা/হোল্ডিং/বাড়ি নং.....বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর ..... বিসিক জেলা কার্যালয় কর্তৃক স্থায়ী/চলতি মুলধন খাতে ঋণ হিসাবে জনাব ..... পিতা/স্বামী.....
মাতা.....প্রোঃ মেসার্স ..... কারখানার অবস্থান: ..... স্থায়ী ঠিকানা: জেলা..... উপজেলা/থানা.....ডাকঘর..... গ্রাম/মহল্লা/হোল্ডিং/বাড়ি নং..... এর অনুকুলে প্রদেয় ঋণের টাকা..... (কথায়.....) মাত্র ঋণ মঞ্জুরি পত্রের স্মারক নং ..... তারিখ .....এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী যথাযথভাবে এবং সময়মত পরিশোধের জামিনদার হওয়ার অঙ্গীকার করছি।

এতদ্বারা, আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, আমি এবং অথবা আমার ওয়ারিশগণ উল্লিখিত ঋণ গ্রহীতা জনাব..... এর ঋণ পরিশোধের অপারগতায় বা ব্যর্থতায় ঋণের সম্পুর্ণ টাকা বা অপরিশোধিত টাকা সুদে আসলে এবং অন্যান্য চার্জ/প্রাপ্যসহ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব।

আমি আমার কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে অথবা অপরাগতা প্রকাশ করলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) আমার এবং অথবা আমার ওয়ারিশগণের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে আমি বা আমার ওয়ারিশগণ কোন প্রকার ওজর আপত্তি উত্থাপন করব না, করলে উহা আইনত অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

নিম্মোক্ত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে এবং জ্ঞান গোচরমতে সত্য জেনে স্বেচ্ছায় অদ্য .....খ্রিঃ তারিখে আমি অত্র অঙ্গীকারনামায় সহি সম্পাদন করলাম।

কার্য নির্বাহক

স্বাক্ষীগণ :

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

বিঃ দ্রঃ জামিনদারের সদ্য তোলা সত্যায়িত ছবি এবং জাতীয় সনদপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

ফরম নং-বিসিক ঋণ/১০

(৩০০/- টাকা অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের
নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে টাইপ করিতে হইবে)

"জেনারেল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি"

স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে আমি ..... পিতা.....ঠিকানা ..... নিম্ন সিডিউলে বর্ণিত জমি/দালানের মালিক। আমি জনাব ..... পিতা.....পদবী .....অফিস ঠিকানা ..... কে আইনানুগ এটর্নী নিয়োগ করছি এবং আমার পক্ষ হতে আমার নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি বন্ধক রেখে বন্ধকী দলিলাদি, চুক্তিনামা বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করছি। এ ক্ষমতার আওতায় ইকুইটেবল চুক্তিনামাসহ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) হতে ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে অন্যান্য প্রয়োজনীয় চুক্তিনামা অন্তর্ভূক্ত হবে এবং তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন হতে গৃহীত ঋণ টাঃ ..... (কথায় .....) এবং সুদের টাঃ ..... (কথায়.....) এর বিপরীতে বন্ধকী জামানত হিসাবে দেয় সিডিউলভূক্ত সম্পত্তি, মূল চুক্তিনামা সমূহ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

০২। আমি যদি ঋণের টাকা সুদ সমেত যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হই তা হলে বিসিক নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করে এর পাওনা আদায় করতে পারবে এবং আমি এ মর্মে সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, সমস্ত দলিলাদি এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মাদি আমার নিয়োজিত **অ্যাটর্নি** যে ব্যাখ্যা দিবেন/যেভাবে সম্পন্ন করবেন তাতে আমার পূর্ণ অনুমোদন রইল।

"সম্পত্তির সিডিউল"

স্বাক্ষীগণের সম্মুখে আমি অদ্য .....তারিখ স্বাক্ষর করলাম।

স্বাক্ষীগণঃ

কার্য নির্বাহক

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

(৩০০/- টাকা বা সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে
নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে টাইপ করতে হবে)।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, ঢাকা এর ঋণ বিধি মালার ৮নং ধারা মোতাবেক প্রদত্ত অংগীকারনামা

আমি ..... পিতা.....
গ্রাম .....উপজেলা/ থানা ..... জেলা ..... বর্তমানে মেসার্স .....কারখানায় অবস্থান ..... এর মালিক যাবিসিক/মহাপরিচালক শিল্প/১৯১৩ সালের কোম্পানী **অ্যাটর্নি** এর আওতায় জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে নিবন্ধীকৃত। নিবন্ধন নং..... বিসিক কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত টাঃ ..... (কথায়)..... মঞ্জুরি পত্রের নং..... অনুসারে আমি নিম্নলিখিত অংগীকার নামা প্রদান করছি-

ক) প্রদত্ত ঋণ যে খাতে এবং উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের জন্য প্রদান করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য বহির্ভূত অন্য কোন কাজে ব্যয় করব না। যদি উদ্দেশ্য বহির্ভূতভাবে সম্পূর্ন ঋণ অথবা তার কোন অংশ ব্যবহার করা হয়। তবে তাৎক্ষনিকভাবে ঋণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঋণের অর্থ ফেরৎ চেয়ে তা ফেরৎ প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

খ) ঋণের অর্থ সম্পূর্ন/আংশিক যদি কারখানা ঘর তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয় তবে সে ক্ষেত্রে দালানের নকশা ও স্পেশিফিকেশন বিসিক কর্তৃক অবশ্যই অনুমোদন করে লইব।

গ) দালানের নক্শা ও স্পেশিফিকেশনের কোন রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে হলে তার কারণ উল্লেখসহ পরিবর্তিত/পরিবর্ধনকৃত নকশা বিসিক কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া অনুমোদন করে লইব।

ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষিত সমস্ত ভাউচার ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ হিসাব নিকাশ করপোরেশন সময় সময় পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে করপোরেশন উপযুক্ত কারনে ঐ সব কাগজপত্র চেয়ে পাঠালে শিল্প প্রতিষ্ঠান তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকব।

ঙ) করপোরেশনের নিকট দায়বদ্ধ দালান, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি করপোরেশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিক্রয়/স্থানান্তর/অপসারণ বা ভেঙ্গে ফেলব না।

চলমান -০২

চ) করপোরেশনের নিকট দায়বদ্ধ সম্পদ সমূহ আমি নিজ খরচে করপোরেশনের নির্ধারিত বিমা প্রতিষ্ঠানের বিমার আওতায় আনব। উক্ত বীমা, চুরি, ডাকাতি, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, দাংগা, বন্যা ইত্যাদি জনিত দূর্ঘটনার ঝুঁকি কভারেজ করব। আমি যথা সময়ে উক্ত বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করব। আমি প্রিমিয়ামের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে করপোরেশন উক্ত টাকা বিমা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করে উক্ত পরিমাণ টাকা ঋণের মোট পরিমানের সংগে যোগ করে আদায় করতে পারবে।

ছ) প্রদত্ত ঋণের জন্য করপোরেশনের নিকট বন্ধকীকৃত প্লেজভূক্ত, হাইপথিকেশনকৃত অথবা করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরকৃত সম্পদ সমূহ করপোরেশনের একজন কর্মকর্তা সার্বক্ষনিক/ প্রয়োজন মতে পর্যবেক্ষন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনবোধে উক্ত সম্পদ নিজ দায়িত্বে ও খরচে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করব।

জ) এ মর্মে অংগীকার করছি যে, প্রদত্ত ঋণের টাকায় সংগৃহীত সম্পদসমূহ আমি করপোরেশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত বিক্রয়, হস্তান্তর অথবা কোথাও ইজারা প্রদান করব না।

স্বাক্ষীগণঃ-

স্বাক্ষর- পক্ষে .....

মেসার্স .....

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

(স্ট্যাম্প টাঃ ৩০০/- বা সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য)

ইকুইটেবল মর্টগেজের চুক্তিনামা দলিল

রেজিস্টার্ড/ইকুইটেবল মর্টগেজের এ চুক্তিনামা অদ্য .....তারিখে সম্পাদিত হল। অত্র চুক্তিনামায় জনাব .....পিতা..... ঠিকানা ..... মালিক/অংশীদার..... মেসার্স .....শিল্পের অবস্থান ..... এখন হতে "বন্ধকদাতা" হিসেবে চিহ্নিত হবেন। এ "বন্ধকদাতা" বুঝাতে তার এবং তার প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারীকেও বুঝাবে।

চুক্তিনামায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরশন (যা ১৯৫৭ সালে পার্লামেন্টের ১৭নং **অ্যাক্ট** দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা প্রধান কার্যালয় ১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণির্জিক এলাকা, ঢাকায় অবস্থিত)। এখন হতে বন্ধক "গ্রহীতা" হিসেবে চিহ্নিত হবেন। এ "বন্ধক গ্রহীতা" বুঝাতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারীকেও বুঝাবে।

উক্ত ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসা মেসার্স ..... ভালভাবে চালাবার জন্য জেনারেল পাওয়ার অব **অ্যাটর্নি** নং.....তারিখে .....অনুসারে গৃহীত ঋণ টাঃ .....টাঃ (কথায় .....) যা স্মারক নং.....তারিখ.....অনুসারে মঞ্জুরিকৃত হয়েছে এর বিপরীতে বন্ধকী হিসেবে "বন্ধকদাতা" কর্তৃক "বন্ধক গ্রহীতাকে" নিম্নে উল্লেখিত সিডিউলের জমি বন্ধক গ্রহনের আবেদন জানালে "বন্ধক গ্রহীতা" নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে তা গ্রহণ করতে সম্মত হল :

"বন্ধকী চুক্তিনামা যে ভাবে কার্যকর হবে তাহার বিবরণ"।

০১। "বন্ধকদাতা" কর্তৃক ঋণ গ্রহণের বিপরীতে নিম্মের তফশীল এ বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি "বন্ধক গ্রহীতা" এর নিকট বন্ধক রইল। এ মর্মে বন্ধকদাতা তফশীলে বর্ণিত জমি এবং জমির উপরস্থ অন্যান্য স্থাবর সম্পদ যথাবিহীত নিয়মে বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করবেন। "বন্ধকদাতা" কর্তৃক যত দিন গৃহীত ঋণ অনাদায়ী থাকবে ততদিন পর্যন্ত উক্ত স্থাবর সম্পত্তির সকল ক্ষমতা ও আনুসাংগিক সুবিধাদি "বন্ধক গ্রহীতার" উপর বর্তাবে।

এ বন্ধকীর সীমা এতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, বন্ধকদাতা,বন্ধক গ্রহীতার ঋণ যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে ১(এক) মাসের নোটিশ প্রদান করে উক্ত স্থাবর এবং অবস্থাবর সম্পত্তির দখল নিতে পারবেন। অধিকন্ত নিম্ম তফশীলে বর্ণিত জমি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে বন্ধক গ্রহীতা তার ঋণের পাওনা টাকা আদায় করতে পারবেন।

চলমান -০২

০২। বন্ধকদাতা কর্তৃক গৃহীত চলতি মূলধন বা হায়ার পারচেজ খাতে গৃহীত ঋণ বাৎসরিক .....% সুদসহ ষাম্মাসিক হিসেবে সুদসহ পরিশোধযোগ্য।

০৩। বন্ধকদাতা হায়ার পারচেজ ও হাইপোথিকেশন এর চুক্তিনামা অনুসারে গৃহীত সমস্ত ঋণ এবং সে সাথে সমস্ত সুদ পরিশোধ করে দায়মুক্ত হতে পারবেন। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যদি ঋণের অর্থ অনাদায়ী থেকে যায় তবে সে ক্ষেত্রেও বন্ধক গ্রহীতা টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বন্ধককৃত স্থাবর সম্পত্তি নিজ দখলে নিতে পারবেন এবং তা হতে আনুসাংগিক খরচসহ অনাদায়ী টাকা আদায় করতে পারবেন।

০৪। ঋণ পরিশোধের সময়সীমার মধ্যেই যদি বন্ধকদাতা সুদ সমেত সমস্ত ঋণের টাকা পরিশোধ করে দায়মুক্ত হয়ে বন্ধকী সম্পত্তি নিজ খরচে দায়মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহন করেন, তবে চুক্তিনামায় এ ধরনের কোন শর্ত থাকলে বন্ধক গ্রহীতা, বন্ধকদাতাকে স্থাবর সম্পত্তির দখল বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

০৫। ঋণ পরিশোধের সময়সীমার মধ্যে বন্ধকদাতা নিম্মলিখিত শর্তাদি মেনে চলবেন-

ক) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের প্রচলিত ও বিশেষ আদেশসমূহ বন্ধকদাতা মেনে চলবেন এবং করপোরেশনের নিয়োজিত কর্মকর্তা কারখানার স্থান, দালান, যন্ত্রপাতি গুদামে রক্ষিত পণ্য সামগ্রী ইত্যাদি পরিদর্শন ও তদারকী করতে পারবেন।

খ) বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতার উক্ত ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ দেখতে পারবেন এবং চাহিদা অনুসারে হিসাব নিরীক্ষা করতে চাইলে বন্ধকদাতা তার ব্যবস্থা করবেন। বন্ধকদাতা, বন্ধক গ্রহীতার নিকট শিল্প-ব্যবসা তথা এতদসংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ দাখিল করবেন।

গ) উৎপাদিত পণ্যাদির উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য বন্ধকগ্রহীতা যদি কোন পরামর্শ দেন তবে বন্ধকদাতা সে পরামর্শ অনুসারে পণ্যের গুনগত মান ঠিক রেখে পণ্য বিক্রয় করবেন।

ঘ) বন্ধকগ্রহীতার পরামর্শ ও চাহিদা অনুসারে বন্ধকদাতা সকল হিসাব-নিকাশ সম্পাদন করবেন।

০৬। বন্ধকদাতা যদি উক্ত চুক্তিনামা অথবা চুক্তির কোন অংশের শর্ত লংঘন করেন, যদি গৃহীত ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে খরচ করেন,যদি বন্ধকদাতা কোন কিছু নগদ টাকায় পরিনত করতে চাহেন-বন্ধক গ্রহীতা এ ধরনের আশংকা করেন, যদি এ রকম দেখা যায় যে, অবচয়ের দরুন সম্পদের মূল্য কমিয়া আসতেছে এবং উক্ত মূল্য পুরনে বন্ধকদাতা অতিরিক্ত জামানত প্রদান করতে অপারগ, তবে এ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) অ্যাক্ট ১৯৫৭ এর ৩২নং ধারার ২নং উপ-ধারা অনুসারে বন্ধকদাতাকে সুদসমেত সমস্ত বকেয়া ঋণ ফেরৎ প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করতে পারবেন। নোটিশ অনুসারে বন্ধকদাতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে বন্ধক গ্রহীতা উক্ত এ্যাক্টের ৩৩ এবং ৩৪নং বিধি অনুসারে বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

চলমান -০৩

“তফশীল”

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ..... অস্থায়ী সম্পত্তির বিবরণ .....।

স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অদ্য .....ইং তারিখে বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক এই চুক্তিনামা সম্পাদিত হল।

বন্ধকদাতার স্বাক্ষর-

পক্ষে-মেসার্স .....

বন্ধক গ্রহীতার স্বাক্ষর ও সিল-
পক্ষে- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

স্বাক্ষীগণ :

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

"যন্ত্রপাতি ও মালামাল খাতে ঋণের বিপরীতে হাইপথিকেশন চুক্তিনামা"

মেসার্স.....মালিক.....পিতা ..... ঠিকানা ..... কে চুক্তিনামায় 'ঋণ গ্রহীতা' হিসাবে উল্লেখ করে এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (যা ১৯৫৭ সালের ১৭ নং অ্যাক্ট দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) ১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকাকে 'করপোরেশন' হিসাবে উল্লেখ করে উভয় পক্ষের মধ্যে অদ্য .....তারিখে অত্র চুক্তিনামা সম্পাদিত হল।

ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক .....পণ্য উৎপাদন, কারখানা ঘর নির্মাণ/যন্ত্রপাতি/চলতি মূলধন খাতে টাঃ .....ঋণ গ্রহনের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং 'করপোরেশন' তার যথার্থতা যাচাই করে সন্তুষ্ট হয়ে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ঋণের মঞ্জুরি প্রদান করতে সম্মত হল :

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রম শর্তাদি নিম্নরূপ-

ঋণ গ্রহীতার .....ঠিকানায় অবস্থিত কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য আনুসাংগিক সকল সরঞ্জামাদি এবং সে সাথে কাঁচামাল, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্যাদি ও উৎপাদিত মালামালসহ সময় সময় গুদামজাত সমস্ত সামগ্রী ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত ঋণ ও সুদসমেত অন্যান্য আরোপিত খরচের তথা সকল দায় এর বিপরীতে 'ফাস্ট চার্জ জামানত' পদ্ধতিতে হাইপোথিকেশন চুক্তিনামায় 'করপোরেশন' এর নিকট বন্ধক থাকবে। ঋণ গ্রহীতা উক্ত খাতে টাঃ ..... মোট ১৮ (আঠার) কিস্তিতে পরিশোধ করবেন। প্রথম কিস্তি টাঃ .....ঋণ বিতরণের ৬ (ছয়) মাস পূর্ণ হওয়ার পরের দিন পরিশোধ করতে হবে। বাকী .....টাকা পরবর্তী ১৭টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে এবং ঋণের টাকার উপর বার্ষিক ধার্য্যকৃত সুদের হার ৪%। নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে ১০% হারে সুদ আদায় করতে হবে।

'করপোরেশন' 'ঋণ গ্রহীতাকে'.....কিস্তিতে ঋণ প্রদান করবেন।

ঋণ প্রদানের বিবরণ নিম্নরূপঃ-

ক) টাঃ ..... তারিখ .....
খ) টাঃ ..... তারিখ .....
গ) টাঃ ..... তারিখ .....

কারখানায় অবস্থিত যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, কাঁচামাল, উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন পণ্য ও উৎপাদিত মালামাল ঋণ গ্রহীতার দায়িত্বে থাকবে এবং অগ্নিসহ অন্যান্য ক্ষতিকর সমস্ত ঝুঁকি এড়াতে ঋণ গ্রহীতা করপোরেশন/সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত বিমা প্রতিষ্ঠানে বিমা সম্পাদন করবেন।

চলমান - ০২

সমস্ত ঋণ পরিশোধের সময় সীমায় কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্য ও উৎপাদিত মালামাল এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও বিমা ঋণের জামানত হিসাবে করপোরেশনের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। উক্ত সময়ে ঋণ গ্রহীতা করপোরেশনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী মানিয়া চলিবেন এবং বন্ধকী, চার্জ, ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে 'করপোরেশন' এর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিছু অংশ যদি ঋণ গ্রহীতা অধিকারভূক্ত করতে চান তবে সে ক্ষেত্রে পূর্বেই 'করপোরেশন' এর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ করপোরেশনের সম্মতি ব্যতিরেকে উহা সম্ভব হবে না।

ঋণ গ্রহীতা প্রতি সপ্তাহে কারখানার ষ্টকের প্রতিবেদন, বীমার পলিসি সমূহ সমস্ত ষ্টকের ঝুঁকি কভারেজ দিয়াছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে পরীক্ষান্তে করপোরেশনকে জানাবে।

বন্ধকী জামানত চলাকালীন ঋণ গ্রহীতা যা মেনে চলবেন।

(ক) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রচলিত এবং বিশেষ আদেশ সমূহ বন্ধকদাতা মেনে চলবেন অথবা করপোরেশনের নিয়োজিত কর্মকর্তা কারখানা স্থান, দালান, গুদামে রক্ষিত পণ্য সামগ্রী ইত্যাদি পরিদর্শন ও তদারকী করতে পারবেন।

খ) বন্ধক গ্রহীতা, বন্ধকদাতার উক্ত ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশ দেখতে পারবেন এবং চাহিদা অনুসারে নিরীক্ষা করতে চাইলে বন্ধকদাতা তাহার ব্যবস্থা করবেন।

গ) বন্ধকদাতা, বন্ধক গ্রহীতার নিকট শিল্প বা ব্যবসা তথ্য এতদসংক্রান্ত হিসাব নিকাশ দাখিল করবেন।

ঘ) উৎপাদিত পণ্যাদির উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য বন্ধক গ্রহীতা যদি কোন পরামর্শ দেন তবে বন্ধকদাতা পরামর্শ অনুসারে পণ্যের গুনগত মান ঠিক রেখে পণ্য বিক্রয় করবেন।

ঙ) বন্ধক গ্রহীতার পরামর্শ ও চাহিদা অনুসারে বন্ধকদাতা সকল হিসাব নিকাশ সম্পাদন করবেন।

এই বন্ধকী চুক্তিনামায় টাকা, ঋণবদ্ধতা এবং পূর্বে উল্লিখিত সকল দায় এর ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা কোন প্রকার 'লিকুইডেশন' করতে পারবেন না। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, বন্ধকী জামানতের তিনি একমাত্র মালিক এবং ঐ সমস্ত সম্পদ নিয়া কোন মামলা মোকদ্দমা নেই অর্থাৎ উহা দায়মুক্ত এবং ভবিষ্যতে এই ঋণের জন্য আরও জামানত প্রদান করা হলে অনুরুপভাবে তা দায়মুক্ত হবে।

বন্ধকদাতা যদি উক্ত চুক্তিনামা অথবা চুক্তির কোন অংশের শর্ত লংঘন করেন, যদি গৃহীত ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে খরচ করেন, যদি বন্ধকদাতা কোন কিছু নগদ টাকায় পরিনত করতে পারেন বন্ধক গ্রহীতা এই ধরণের আশংক্ষা করেন,যদি এই রকম দেখা যায় যে,অবচয়ের দরুণ সম্পদের মূল্য কমিয়া আসতেছে এবং উক্ত মূল্য পূরণে বন্ধকদাতা অতিরিক্ত জামানত প্রদান করতে অপারগ,তবে এইসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন এ্যাক্ট ১৯৫৭ এর ৩২ ধারার ২নং উপ-ধারা অনুসারে বন্ধক দাতাকে সুদ সমেত সমস্ত বকেয়া ঋণ ফেরৎ প্রদানের জন্য নোটিশ জারি করতে পারবেন।

চলমান -০৩

উক্ত নোটিশ অনুসারে বন্ধক দাতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন তবে বন্ধক গ্রহীতা বিসিক এ্যাক্টের ৩২ ধারার নোটিশ জারি করে ৩৩ এবং ৩৪ নং ধারা অনুসারে বন্ধকদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

সিডিউল

.....

.....

.....

..... নিম্নলিখিত স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নির্ধারিত দিন ও বৎসরে বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা এই চুক্তিনামা সম্পাদন করলেন। যা চুক্তিনামার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর

পক্ষে মেসার্স .....

স্বাক্ষর ও সীল
নাম :
সীল :
পক্ষে- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
করপোরেশন(বিসিক)

স্বাক্ষীগণ-

০১। নাম :
পিতা ও মাতার নাম :
গ্রাম/মহল্লা : ডাকঘর :
থানা/উপজেলা : জেলা :
জাতীয় পরিচয়পত্র নং : মোবাইল নং :

০২।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

ঋণ গ্রহীতার ছবি

ক্রেডিট কার্ড

০১। ঋণ মঞ্জুরির স্মারক নং.....

০২। হিসাব নং.....

০৩। প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা .....

০৪। ঋণ গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা .....

০৫। ঋণের পরিমাণ টাঃ (অংকে) ..... (কথায়) .....

০৬। ঋণ প্রদানের তারিখ .....

০৭। ঋণের মেয়াদ (স্থায়ী) .....(চলতি).....

০৮। রেয়াতী সময় (গ্রেস পিরিয়ড).....

০৯। সুদের হার (স্থায়ী) .....(চলতি).....

ক) ঋণ পরিশোধ তফসীল

০৭।	কিস্তি	কিস্তির তারিখ	আসল	সুদ	রেয়াতী সময়ের সুদ	মোট	অবশিষ্ট আসল
	১ম কিস্তি						
	২য় কিস্তি						
	৩য় কিস্তি						
	৪র্থ কিস্তি						
	৫ম কিস্তি						
	৬ষ্ঠ কিস্তি						
	৭ম কিস্তি						
	৮ম কিস্তি						
	৯ম কিস্তি						

চলমান -০২

খ) ঋণ পরিশোধের বিবরণ

কিস্তি	তারিখ	আসল	সুদ	রেয়াতী সময়ের সুদ	মোট	মোট বকেয়া
১ম কিস্তি						
২য় কিস্তি						
৩য় কিস্তি						
৪র্থ কিস্তি						
৫ম কিস্তি						
৬ষ্ঠ কিস্তি						
৭ম কিস্তি						
৮ম কিস্তি						
৯ম কিস্তি						

বকেয়া পাওনা :

আসল	সুদ	মোট	তারিখ
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত
টাকা..................	টাকা.....................	টাকা..................	তারিখ ....পর্যন্ত

রেজিষ্টার্ড/এডি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং তারিখ :

"চূড়ান্ত নোটিশ"

মেসার্স .....
.....
.....
.....
.....।

বিষয় : সুদসহ খেলাপী ঋণের টাকা পরিশোধ প্রসঙ্গে ।

অত্র করপোরেশন কর্তৃক বিগত ..... তারিখে আপনাকে/আপনাদিগকে চলতি/ও স্থায়ী মূলধন ক্রয় খাতে .....ও .....তারিখে মং.....(কথায়)..... ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণের হিসাবে খেলাপী বাবদ ..... পর্যন্ত আসল টাঃ ..... এবং .....ইং পর্যন্ত সুদ টাঃ .....সাকূল্যে টাঃ ..... আদায়যোগ্য হয়েছে; যার বিপরীতে আপনি/আপনারা অদ্যাবধি সুদ আসলে ..... টাকা পরিশোধ করেছেন/বা কোন টাকা পরিশোধ করেননি। অবশিষ্ট বর্তমান আসল টাকা .....সুদ টাকা ..... এবং অন্যান্য টাকা .....বার বার তাগিদ দেয়া সত্বেও পরিশোধ করছেন না, যা আপনার/আপনাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্তের পরিপন্থি এবং আইনানুগ কার্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আদায় উপযোগী।

অতএব, অত্র নোটিশ জারীর তারিখ হতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনাকে/আপনাদিগকে করপোরেশনের খেলাপী কিস্তিসমূহ বাবদ মোট টাঃ .....(কথায়)..... পরিশোধ করত ঋণের হিসাব নিয়মিত করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। অন্যথায় বিসিক এ্যাক্ট এর লোন বিধিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ধারা মতে আপনাকে/আপনাদিগকে প্রদত্ত সমূদয় টাকা সুদসহ এককালীন পরিশোধের জন্য দাবী করা হবে এবং সে মতে সমূদয় ঋণ আদায় করতে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৫

রেজিষ্টার্ড/এডি

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং তারিখ :

জনাব .....
.....
.....
.....
.....।

বিষয় : বিসিক আইন ১৯৫৭ এর ৩২ ধারা মোতাবেক নোটিশ ।

যেইহেতু অত্র করপোরেশন আপনাকে/আপনাদেরকে .....ও ..... তারিখে ..... টাকা চলতি/স্থায়ী মূলধন হিসেবে ঋণ/অগ্রিম প্রদান করিয়াছিল এবং ..... খ্রীঃ ও ..... তারিখে ..... টাকা বীমা প্রিমিয়াম খাতে পরিশোধ করেছে, যা৩/৫ বছরে ৫/৯ কিস্তিতে .....খ্রীঃ ও .....খ্রীঃ তারিখ হতে পরিশোধের কথা ছিল।

যেইহেতু আপনি অত্র করপোরেশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্তাবলী ভঙ্গ/বরখেলাপ করেছেন এবং সুদসহ ঋণ/অগ্রিমের টাকা চুক্তি মোতাবেক পরিশোধ করেন নাই, যাহাতে দেখা যায় যে, আপনি বিসিক আইন ১৯৫৭ এর ৩২/১ ধারার অধীনে "ক" হইতে "ঝ"পর্যন্ত উপ-ধারায় বর্ণিত সকল বিধিসমূহ ভঙ্গ করেছেন।

সেইহেতু এখন আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী বিসিক পরিচালক পর্ষদের পক্ষ হইতে ১৯৫৭ সনের বিসিক আইন এর ৩২ ধারায় নোটিশ জারীর মাধ্যমে অত্র করপোরেশনের ..... খ্রীঃ পর্যন্ত আপনার/আপনাদের নিকট বকেয়া পাওনা মং.....টাকা (আসল.....টাকা এবং.....খ্রীঃ পর্যন্ত সুদ ..... টাকা) .....ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছি। যদি আপনি উল্লেখিত তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন,তা হলে করপোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে ১৯৫৭ সালের বিসিক আইনের ৩৩ ধারা মোতাবেক আপনাকে/আপনাদেরকে ডিফল্টার/ঋণ খেলাপী ঘোষণা করে এই মর্মে নোটিশ জারি করা হবে যে, আপনি একজন ডিফল্টার অর্থাৎ খেলাপী ঋণ গ্রহীতা এবং আরও প্রত্যয়ন করা হবে যে, ঐ বকেয়া/খেলাপী ঋণের টাকা ভূমি রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য বটে।

চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা

ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৬

ফরম নং এল-০৩ পরিশিষ্ট-০২

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

(বিসিক ঋণ প্রবিধানমালার ২০ প্রবিধি মতে সার্টিফিকেট)

মেসার্স .....
.....
.....
.....
.....।

এতদ্বারা আপনাকে/আপনাদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, ১৯৫৭ সনের বিসিক আইনের ৩৩ ধারাধীন উপ-ধারা(১) এর বিধান মতে বিসিক পরিচালক পর্ষদের পক্ষে আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে সাকুল্যে টাঃ ..... (টাঃ (কথায়).....) আদায়ের লক্ষ্যে অদ্য একটি সার্টিফিকেট জারি করা হল ।

উপর্যুক্ত সার্টিফিকেটের এক প্রস্থ এতদসঙ্গে সংযোজন করা হল।

আপনি/আপনারা ইচ্ছা করলে বিসিক আইনের ধারা ৩৩ উপ-ধারা (০৩) এর বিধানমতে এই সার্টিফিকেট জারির তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সার্টিফিকেটের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের (সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা) নিকট আপিল দায়ের করতে পারেন।

চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত
কর্মকর্তা

অনুলিপিঃ

০১। সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
শিল্প ভবন
মতিঝিল বা/এ,ঢাকা।

০২। চেয়ারম্যান, বিসিক, ঢাকা।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

বিসিক আইন ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৭ নং আইন) এর
৩৩ ধারা মতে আদায়যোগ্য টাকার সার্টিফিকেট।

সার্টিফিকেটের ক্রমিক নং	খেলাপী ঋণ গ্রহীতার নাম	খেলাপী ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা	খেলাপী ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমান টাঃ ..... (কথায়) .....)		এই সার্টিফিকেট জারীর পর মোট টাকার উপর পরিশোধযোগ্য সুদের হার
			আসল	সুদ	

যেইহেতু আপনি/আপনারা (নাম ও ঠিকানা .....) বকেয়া ঋণের দাবীকৃত টাকা পরিশোধে এবং অথবা ৩২ ধারা নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী নির্দ্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেহেতু আপনাকে/আপনাদেরকে এতদ্বারা খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসাবে সনাক্ত করা হল এবং আরও সনাক্ত করা যাচ্ছে যে করপোরেশনকে সার্টিফিকেট জারীর তারিখ পর্যন্ত আপনার পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমাণ সাকুল্য টাঃ ..... এবং এই সার্টিফিকেট জারীর তারিখ হতে সাকুল্যে টাকার উপর চূড়ান্তভাবে ঋণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত শতকরা বার্ষিক ..... টাকা হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে।

তারিখ অদ্য .....।

বোর্ডের আদেশক্রমে
চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

ফরম নং-বিসিক ঋণ/১৭

আরজী (নমুনা)

(১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ এর ৩৪(১) ধারা মোতাবেক)

(অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে দিন/প্রযোজ্য বিষয় সংযুক্তকরণ)

.....(আদালতের নাম)

মোকদ্দমা নং-.....

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন(বিসিক), ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ মোতাবেক সৃজিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যাহার প্রধান কার্যালয়, ১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা অবস্থিত .....বাদী

- বনাম -

.....বিবাদী/বিবাদীগণ

..... মোকদ্দমা।

(টাকা আদায়ের জন্য)

মোকদ্দমার তায়দাদ(মূল্যায়নঃ ..... টাকা।)

বাদীপক্ষ নিম্মরূপ বর্ণনা করেছেনঃ

১। ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ বলে (প্রতিষ্ঠিত)/গঠিত বাদীপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা যাবাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে।

২। বাদীপক্ষ তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৫৭ সালের আইন নং-১৭ এর বিধানমতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৩। বিবাদী .....তারিখে বাদীর বরাবরে .....উদ্দেশ্যে .....টাকার ঋণের জন্য আবেদন করেন।

৪। বাদীপক্ষ.....তারিখে বিবাদী/বিবাদীগণের .....জামানতের বিপরীতে বিবাদী/ বিবাদীগণকে বার্ষিক .....% হার সুদে পূণঃ ফেরতযোগ্য .....টাকা/সম্পদ; নগদে/পে অর্ডার নং..... তারিখ .....মাধ্যমে ঋণ প্রদান করেন। .....বিবাদী/বিবাদীগণ হন/হচ্ছেন উক্ত .....টাকা ঋণের জিম্মাদার/জামানত।

৫। উক্ত ঋণ গ্রহণের সময় বিবাদী/বিবাদীগণ বাদীপক্ষের নামে/বরাবরে এক/একটি .....সৃজনও সম্পাদন করতঃ বাদীর বরাবরে হস্তান্তর করেছেন।

ক. আরজির ১ নং তফশীলে বর্ণিত বিবাদী/বিবাদীগণের সম্পদের বিপরীতে .....টাকা ঋণের জন্য ইকুইটেবল/লিগ্যাল মর্টগেজ (বন্ধক) সম্পাদন করেছেন।

অথবা/এবং

খ. আরজির ২ নং তফশিলে বর্ণিত যন্ত্রপাতি, স্থাপনা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির বিপরীতে ..... টাকার জন্য একটি দায়বন্ধকী দলিল নং..... তারিখ .....সম্পাদন করেছেন।

গ. ডিমান্ড প্রমিজরি নোট (চাহিবামাত্র প্রদেয় অঙ্গীকারনামা) .....টাকার।

অথবা/এবং

চলমান -০২

ঘ. একটি .....টাকার জিম্মা .....বিবাদী/বিবাদীগণের জামানত .....। বিবাদী/বিবাদীগণ কর্তৃক বাদী বরাবরে দাখিলকৃত মেমোরেন্ডাম অব ইকুইটেবল মর্টগেজ বা/এবং মর্টগেজ ডিড (বন্ধকী দলিল) নং..... বা/এবং দায়বন্ধকী .....বা/এবং চাহিবামাত্র প্রদেয় অঙ্গীকারনাম বা/এবং জিম্মার জামানত বা/এবং মালিকানা দলিল/দলিলসমূহ অত্র সাথে দাখিলকৃত।

২. বিবাদী/বিবাদীগণ কর্তৃক গৃহীত হায়ার পারচেজ লোন এর টাকার পরিমান .....টাকা পরিশোধের নিমিত্তে আরজির ৩নং তফশিলে বর্ণিত মেশিনারজি, স্থাপনা,যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি যা টাকায় রূপান্তরযোগ্য তার বিপরীতে বাদীর সাথে সম্পাদিত ও দাখিলকৃত হায়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট তারিখ ..... অত্র সাথে সংযুক্ত করা হল।

অথবা/এবং

৩. ঋণের .....টাকার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বিবাদী/বিবাদীগণের জামানত ..... বিবাদী/বিবাদীগণের পক্ষে জিম্মাদার। আরজির ৪ নং তফশিলে বর্ণিত সম্পদের বিপরীতে বিবাদীগণ কর্তৃক বাদীপক্ষ বরাবরে সম্পাদিত ও হস্তান্তরিত আইনগত বন্ধক দলিল। উক্ত .....দলিলসমূহ অত্র সাথে দাখিলকৃত।

৪। বিবাদী/বিবাদীগণ কর্তৃক .....টাকা ব্যতীত .....তারিখে পর্যন্ত/অদ্যাবধি কোন টাকা পরিশোধ করা হয় নাই।

৫। বিবাদী/বিবাদীগণ উপরোক্ত মেমোরেন্ডাম অব ইকুইটেবল মর্টগেজ দলিল বা/এবং দায়বন্ধকী দলিল বা/এবং হায়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট বা/এবং বন্ড বা/এবং প্রদেয় অঙ্গীকারনামার ..... শর্তাদি পালন না করিয়া ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ এর বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

৬। ১৯৫৭ সালের তদানীতন পূর্ব পাকিস্তানের আইন নং- ১৭ এর ৩২ ধারার বিধানমতে বাদী করপোরেশনের বোর্ড সভার চেয়ারম্যানকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করে যাতে তিনি নোটিশ ইস্যূ করবার বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত গণ্যে বিবাদী/বিবাদীগন বরাবরে সতর্কীকরণ বার্তা সহ নোটিশ ইস্যূ করে নোটিশে উল্লিখিত .....তারিখ হতে তারিখের মধ্যে অথবা বোর্ডের সিদ্ধান্তকৃত তারিখের মধ্যে বাদীর পাওনা পরিশোধ করেছেন। পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিবাদী/বিবাদীগণকে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত করে সার্টিফিকেট ইস্যূ করবেন এবং বাদীর উক্ত পাওনা টাকা সরকারের বকেয়া ভূমি কর গন্যে আদায়যোগ্য হবে বলে প্রত্যয়ন করবেন। ১৯৫৭ সালের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আইন নং-১৭ এর ৩২ ধারা মতে ইস্যূকৃত নোটিশ অত্র সঙ্গে দাখিলকৃত।

৭. চেয়ারম্যান/বোর্ড কর্তৃক একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ এর ৩২ ধারার বিধানমতে বিবাদী/ বিবাদীগণের বরাবরে নোটিশ প্রদান করেছেন ..... তারিখে।

৮. বিবাদী/বিবাদীগণ .....উক্ত নোটিশের শর্ত পালনে .....তারিখ হতে অদ্যাবধি ব্যর্থ হয়েছে।

৯. পরবর্তীতে বাদী করপোরেশনের চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ এর ধারা ৩৩ এর বিধানমতে বিবাদী/বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একটি সার্টিফিকেট/ সনদ ইস্যূ করেছেন যাতে এই মর্মে প্রত্যয়ন করা হয়েছে যে বিবাদী/বিবাদীগণ ..... খেলাপী ঋণগ্রাহক/গ্রাহকগণ হিসেবে বিবেচিত হবেন যাহার/যাহাদের কাছ থেকে বাদী সুদসহ সর্বমোট পাওনা .....টাকা (আসল টাকা ..... এবং সুদের পরিমান .....টাকা) যাবিবাদীগণ সনদ ইস্যূর তারিখ হতে অদ্যাবধি পরিশোধ করতে আইনতঃ বাধ্য। সনদে আরও প্রত্যয়ন, করা হয় যে বিবাদী/বিবাদীগণ কর্তৃক বার্ষিক সুদসহ উক্ত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত টাকার উপর বার্ষিক .....% হারে পরবর্তীতে সুদ আরোপ করা হবে। যাবিবাদীগণ পরিশোধে বাধ্য থাকবেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন(বিসিক) এর ঋণ প্রবিধানালার ২০নং ধারা মতে ইস্যূকৃত সনদ দাখিলকৃত ।

১০. বিবাদী/বিবাদীগণ ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ এর ৩৩ ধারার ৩ উপধারা মতে সরকার বরাবরে ..... একটি আপিল দায়ের করেন/করেননি। সরকার আদেশ নং-..... তারিখ .....মূলে উক্ত আপিল খারিজ/উক্ত আপীলের শর্তের পরিমার্জন করেন। বিবাদী/বিবাদীগণ সরকার কর্তৃক সংশোধিত/পরিমার্জিত আপীলের মর্মমতে কাজ করিতে ব্যর্থ হয়েছেন । ইহাই মামলার বিষয়বস্তু।

চলমান -০৩

১১. ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ এর ৩৩ ধারার বিধানমতে ইস্যূকৃত সনদের আলোকে বাদী বিবাদী/বিবাদীগণের কাছ থেকে পাওনা হিসেবে .....টাকা এবং উক্ত টাকার উপর বার্ষিক ....% হার সুদ হিসেবে সনদ ইস্যূর তারিখ হতে প্রদেয় মর্মে দাবী করেন।

১২. উক্ত আইনের ৩৩ ধারা বিধানমতে করপোরেশনের চেয়ারম্যান বিবাদী/বিবাদীগণের কাছ থেকে অদ্যাবধি সর্বমোট ..... টাকা পাওনাদার মর্মে দাবীকৃত এবং অত্র মোকদ্দমার কারন .....তারিখ হইতেছে ১৯৫৭ সালের বাংলাদেশ আইন নং-১৭ এর ৩৩ ধারার বিধানমতে ইস্যূকৃত সনদের তারিখ।

১৩. বাদী কর্তৃক বিবাদী/বিবাদীগণকে ঋণ মঞ্জুরির আগাম টাকা ..... সনে প্রদান করা হয় যাহার পরিমান সর্বশেষ .....ইং তারিখে সর্বমোট ..... টাকায় উন্নীত হয় (সুদসহ) যাবাদী কর্তৃক বিবাদী/বিবাদীগণের বিরুদ্ধে দাবীকৃত এবং যা অত্র আদালতের এখতিয়ারধীন বিচার্য বিষয়।

১৪. আদালতের এখতিয়ার এবং কোর্ট ফি নির্ধারনের প্রয়োজনে অত্র মোকদ্দমার তায়দাদ নির্ধারন করা হইল .....টাকা। পাওনা টাকা উদ্ধারের মোকদ্দমা বিধায় ( ) এডভোলোরেম কোর্ট ফি হিসেবে অত্র আরজির সাথে ..... টাকার কোর্ট ফি সংযুক্ত/দাখিল করা হল।

১৫. সুতরাং বাদী উপরোক্ত কারণাধীনে নিম্মোক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করেন-

ক) বাদীর পাওনা সর্বমোট ..... টাকা বিবাদী/বিবাদীগণের .....বা/এবং তাহার/তাহাদের(স্ত্রী) জামানত/জিম্মাদার .....তা অত্র আরজীর .....নং তফশিলে উল্লিখিত সম্পত্তির বিপরীতে জিম্মা/বন্ধক/জামানত মূলে প্রদেয় তা বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ধারের জন্য এক আদেশ/ডিক্রী প্রদনের জন্য

খ) এক নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বিবাদী/বিবাদীগণকে.....বা/এবং তাহার/তাহাদের জামানত/জিম্মানামা মূলে বিবাদী/বিবাদীগণের প্রদত্ত .....

উপরোক্ত (ক) দফায় উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তি যাহাতে অপসারণ হস্তান্তর বা অন্য কোন উপায়ে নিস্পত্তির মাধ্যমে হস্তান্তর করতে না পারে সে মর্মে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা বারিত করতে

গ) এক অন্তরবর্তীকালীন আদেশ দ্বারা (ক) দফায় উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তি ক্রোকাবদ্ধ করার আদেশ প্রচার করতে।

<u>তফসিল/তফশিলসমূহ</u> :

ক)

খ)

<u>সত্যপাঠ</u>

আমি ..... বাদী করপোরেশনের চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অত্র আরজীর বিষয়বস্তু পড়ে এবং উহাকে শুদ্ধ স্বীকার করে অদ্য ..... ইং বেলা ..... টার সময় ..... চেম্বারে বসে অত্র সত্যপাঠে স্বাক্ষর করলাম।

চেয়ারম্যান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ।